গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান/উপ-প্রধান/সদস্যদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ

২০২৪-২০২৫

তারিখ :- ২৮/১০/২০২৪ থেকে ৩০/১০/২০২৪

-: ব্যবস্থাপনায় :-

জেলা পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণ ও সম্পদ কেন্দ্র,
মহঃ বাজার (STARPARD)

এবং

জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
বীরভূম

॥ মুখবন্ধ ॥

"হেথা বৈরাগী আকাশের তলে মন মাতে বাউল সুরে"

লালমাটির জেলা বীরভূম এক পবিত্রভূমি। সাহিত্য, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে প্রাচীনত্ব, ঐতিহ্য ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের ছাপ এ জেলার প্রতিটি ব্লকেই কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। অথচ যথাযথ ধারণার অভাবে বীরভূম ঘুরতে আসা পর্যটকদের জেলার নানান দর্শনীয় স্থান না দেখাই থেকে যায়। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সারা রাজ্যেই সার্বিক উন্নয়ন ও পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনার দুয়ার খুলে গেছে। বীরভূমও পিছিয়ে নেই। পর্যটনক্ষেত্রগুলির নিস্তব্ধতাকে অক্ষুন্ন রেখেই চলছে সাজানোর কাজ, যা পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে বলে বিশ্বাস করা যায়। পুরাণে-ইতিহাসে অদূর অতীতে দেশ বিদেশের মানুষের বীরভূম ঘুরে দেখার দৃষ্টান্ত আছে। লোকবিশ্বাস পঞ্চপাণ্ডব ঘুরে বেড়িয়েছেন বীরভূমে। এই মাটি ছুঁয়ে গেছেন বুদ্ধ-মহাবীর-চৈতন্য। দাতাবাবা থেকে রবীন্দ্রনাথ-বীরভূমে এসে সাধনা করে বীরভূমেরই হয়ে গেছেন। আগামীতেও অগণিত পর্যটক এই পবিত্রভূমির বাউলিয়া সুরের টানে আসবেন বীরভূমে। দেখবেন, জানবেন, ভালোবাসবেন বীরভূমকে- এই আশা রাখি।

শিক্ষামূলক ভ্রমনের উদ্দেশ্যে কুচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার থেকে আগত সকল প্রধান সঞ্চালক ও সদস্যগণকে বীরভূম জেলায় সাদরে আমন্ত্রণ জানাই। আশা রাখি বীরভূমের গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিতে আপনারা গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ -এর বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হবেন ও একই সাথে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করবেন।

বিধান রায়
জেলাশাসক, বীরভূম

ADMINISTRATIVE MAP OF BIRBHUM DISTRICT

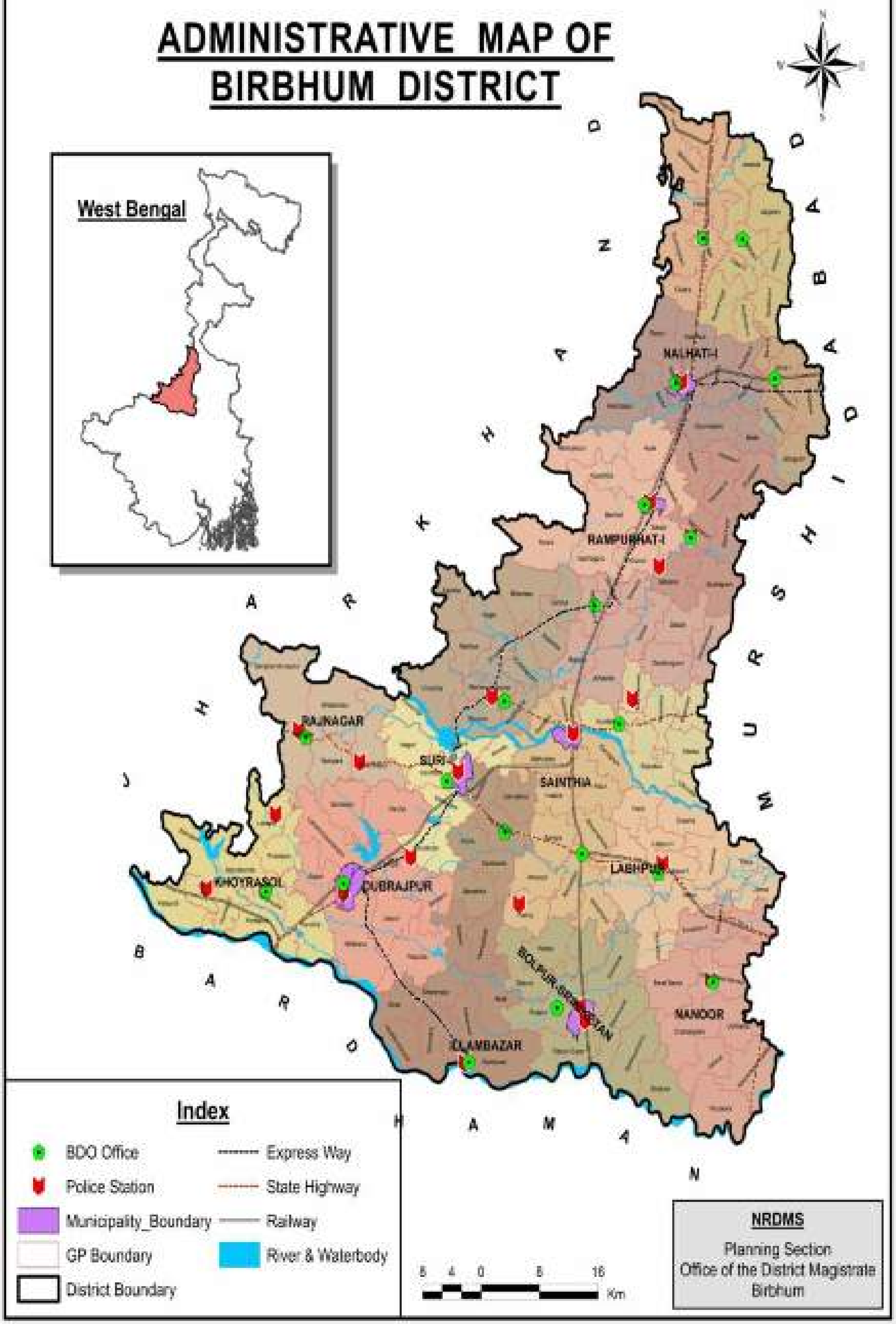

একনজরে বীরভূম

বীরভূম রাজ্যের পশ্চিম অংশে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের 'রাঢ় অঞ্চল' -এর একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা। জেলাটি পশ্চিম ও উত্তরে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সাঁওতাল পরগণার দ্বারা সীমাবদ্ধ। পূর্ব ও উত্তর পূর্বে মুর্শিদাবাদ এবং পশ্চিমে বর্ধমান।

অবস্থান:- অক্ষাংশ এবং অনুদৈর্ঘ্য বিস্তৃতি ২৩*৩২' থেকে ২৪*৩৫' উত্তর এবং ৮৮*০১ থেকে ৮৭*৫' পূর্ব পর্যন্ত।

টপোগ্রাফি:- মোট ভৌগলিক এলাকা: ৪৫৪৫ বর্গ. কিমি, মৌজার সংখ্যা: ২৪৭৩, অধ্যুষিত মৌজার সংখ্যা: ২২৪২, পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা: ১৯, গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা: ১৬৭টি, গ্রাম সংসদ: ২৬৬৬, পৌরসভার সংখ্যা: ৬

প্রশাসনিক গঠন:- জেলা সদর দফতর: সিউড়ি, মহুকুমাঃ- ৩টি (সিউড়ী সদর, রামপুরহাট, বোলপুর), ব্লকঃ- ১৯টি, থানাঃ- ২৭টি পৌরসভার সংখ্যা: ৬.

মাটির ধরন:- ওল্ড অ্যালুভিয়াম এবং রেড ল্যাটেরাইট। PH - 5.0 থেকে 6.5, জৈব পদার্থ কম উপলব্ধ।

জলবায়ু এবং ফসলের ধরণ:- জলবায়ু: গরম ও শুষ্ক প্রত্যাশিত বর্ষাকাল, গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা 12.70 C থেকে 39.40 C পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়।, গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত: 14233 মি.মি।

বীরভূমের সম্পদ:-

পরিবহন :- ধাতব রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য: 8274 কিমি।, ধাতব নয় এমন রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য: 5203, রেলওয়ে ট্র্যাকের মোট দৈর্ঘ্য: 271 কিমি।, রেল সাইডিং: 5 নম্বর। (রাজগ্রাম-২, চাত্রা-১, সাঁইথিয়া-১, সিউড়ি-১)।

বিদ্যুতের প্রাপ্যতা:- বীরভূমে WBSEDCL-এর প্রস্তাবিত অবকাঠামো-

মোট সংযুক্ত ট্রান্সফরমার বিতরণ	২০৯৪২ টি
একত্রিত ডি.টি.আর. ইনস্টল করা হয়েছে	৮৪১.৫১৮
এলটি লাইনের দৈর্ঘ্য	২৪৭৫৭.৭৩ কিমি
11 কেভি লাইনের দৈর্ঘ্য	১২৪৩৫.৮৩ কিমি
33 কেভি লাইন দৈর্ঘ্য	৮৮৩.৬৮ কিমি
বিদ্যমান 33/11 কেভি সাবস্টেশন	৩৭ টি
বিদ্যমান গ্রিড সাবস্টেশন	০৬ টি (বিকেটিপিপি-২২০ কেভি, সদাইপুর-২২০ কেভি, সাঁইথিয়া-১৩২ কেভি, বোলপুর-১৩২ কেভি, রামপুরহাট- ১৩২ কেভি, ভদ্রপুর-১৩২ কেভি)
নতুন গ্রিড সাবস্টেশন নির্মাণাধীন	০২ টি (লাভপুর ১৩২ কেভি এবং পাঁচামি ১৩২ কেভি)
নতুন এলটি এবি ক্যাবলের ইরেকশন	৪৬৬১ কিমি
33 কেভি নতুন সাবস্টেশন	১৮৬.২০ কিমি
৩৩ কেভি ২য় উৎস	১৪ কিমি
প্রস্তাবিত নতুন 33/11 কেভি সাবস্টেশন	০৮ টি (কুশমোর, বীরচন্দ্রপুর, মানিকর্ণিকা, সাতপালশা, সাত্তোর, রামনগর, কুর্নহার, তৌতারা)
33/11 এলভি সাবস্টেশনের বৃদ্ধি	০৬ টি
বিদ্যুতের জন্য নতুন 11 কেভি লাইন 16 কিমি নতুন 33/11 কেভি খালি করা সাবস্টেশন	১৬ কিমি

ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক:- লিড ব্যাংক: UCO ব্যাংক, ব্যাংকের মোট সংখ্যা: ২০, বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা: ১১, বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখার সংখ্যা- ১৭০, গ্রামীণ ব্যাংকের সংখ্যা: ১, গ্রামীণ ব্যাংক শাখার সংখ্যা: ৬৮, কো-অপারেটিভ ব্যাংকের সংখ্যা: ২, কো-অপারেটিভ ব্যাংক শাখার সংখ্যা: ১৭. ওয়েস্ট বেঙ্গল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন: ১, বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা: ১৮৯, আর.আর.বি. শাখার সংখ্যা:68, কো-অপারেটিভ ব্যাংক শাখার সংখ্যা: 18, **মোট নং ব্যাংক শাখার সংখ্যা: 275.**

কৃষি সম্পদ:- চাষের জন্য উপলব্ধ নেট এলাকা হল 320610 হেক্টর৷ প্রধানত কৃষিপ্রধান জেলা হওয়ায় বীরভূমের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অনেকাংশে তার কৃষিভিত্তিক ভিত্তি থেকে উদ্ভূত যথেষ্ট শক্তি এবং সমৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল৷ প্রধান কৃষি পণ্য হল ধান, গম, সরিষা, রাই ও তিল (তিল) ডাল (ছোলা, মুগ, কালাই) পাট, আলু, শাকসবজি (বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, টমেটো) ইত্যাদি৷

রেশমজাত পণ্য:- তুঁত, তসর৷

খনিজ পদার্থ:- পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় বীরভূম জেলায় প্রচুর খনিজ সম্পদ রয়েছে৷ বীরভূমে প্রাপ্ত প্রধান খনিজ সম্পদ হল কালো পাথর, চায়না ক্লে, কয়লা ইত্যাদি৷

কালো পাথর: এই জেলা কালো পাথর খনিজ সম্পদে পরিমাণগত হিসাবে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে৷ মোঃ বাজার থেকে শুরু করে কালো পাথরে সমৃদ্ধ এলাকা রামপুরহাট থানা থেকে নলহাটি থানা পর্যন্ত বিস্তৃত৷ দুবরাজপুর থানা এলাকার মধ্যেও অনুরূপ সম্পদ পাওয়া যায়৷ পাথরের চিপগুলির গুণমান বিহার অঞ্চলের পাকুড়ের থেকে একেবারেই নিম্নমানের নয়৷

চায়না ক্লে: এই জেলাটি চায়না ক্লে রিজার্ভেও সমৃদ্ধ৷ মোঃ বাজার, মকদমনগর, দেওয়ানগঞ্জ, আড্ডা ইত্যাদি এলাকায় আনুমানিক রিজার্ভ প্রায় 65 মিলিয়ন টন বিতরণ করা হয়েছে৷ বর্তমানে এখানে মোঃ বাজার থানা এর অধীনে প্যাটেলনগরে 3টি চায়না ক্লে ওয়াশারী ইউনিট কাজ করছে৷

কয়লা: দুবরাজপুর থানার নিকটবর্তী এলাকায় কয়লার বিশাল মজুত পাওয়া গেছে৷ যা রানীগঞ্জ এলাকা সংলগ্ন এবং খয়রাসোল এলাকায় অবস্থিত৷

উপরোক্ত ছাড়াও, এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা ব্লক মোঃ বাজার ব্লকের দেওচা-পঞ্চমী এলাকায় অবস্থিত৷

প্রাণীসম্পদঃ- এই জেলার প্রানী সম্পদের উপর ভিত্তি করে চামড়া শিল্পের একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে৷ বর্তমানে ৪ টির মতো বড় পশুর হাট রয়েছে সেগুলি হল ইল্লামবাজার ব্লকে সুখ বাজার, সাঁইথিয়া, চাতরা, রাজনগর৷ এই পশু হাট গুলি থেকে প্রচুর পরিমানে হাইড স্কিমগুলি সংগ্রহ করা হয়, প্রাথমিকভাবে নিরাময় করা হয় এবং পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়৷

বনঃ- জেলার বনের বৈশিষ্ট্য হল প্রধানত ক্রান্তীয় বন৷ এই বনে শাল, ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি, মহুয়া, সিসু, সিমুল, অর্জুন ইত্যাদি পাওয়া যায়৷ জেলার পশ্চিমাঞ্চলের ১৫৯৬৬ হেক্টর জমি বনভূমিতে আচ্ছাদিত৷ বনের মোট আয়তনের মধ্যে সংরক্ষিত বন প্রায় 3125 হেক্টর, সংরক্ষিত বন প্রায় 3274 হেক্টর, অ-শ্রেণীবিহীন রাষ্ট্রীয় বন 9245 হেক্টর এবং বনায়নের জন্য 329 হেক্টর সরকারী জমি রয়েছে৷ জেলার ভৌগলিক এলাকার প্রায় 3.78% বনভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত৷ জেলার পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে রাজনগর, মোঃ বাজার, এবং ইলামবাজারে বিস্তৃত বনাঞ্চল রয়েছে৷

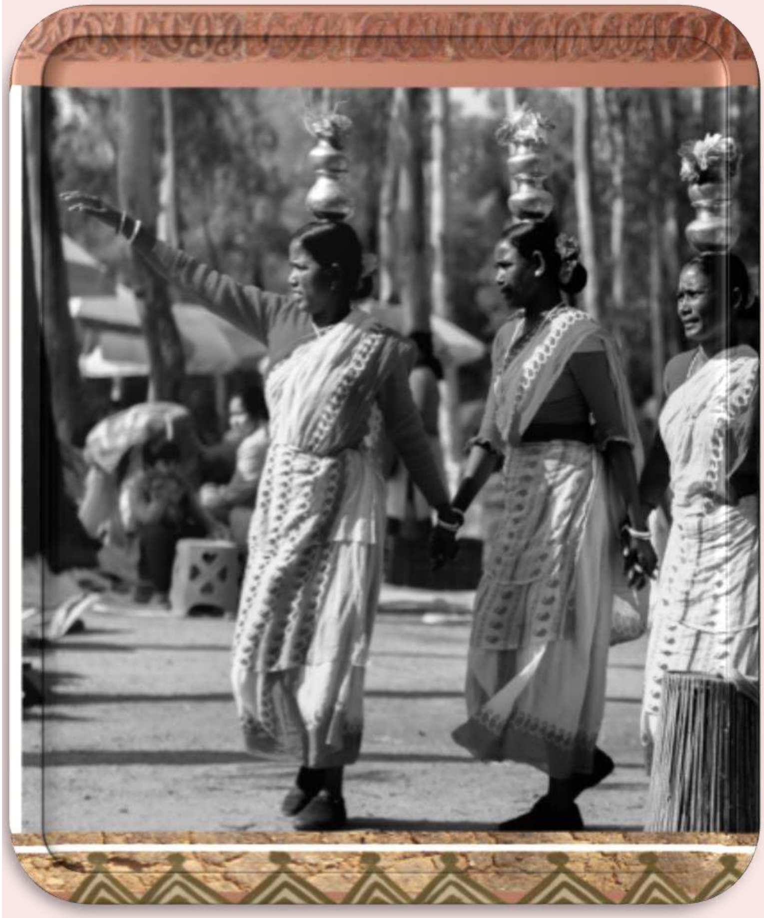

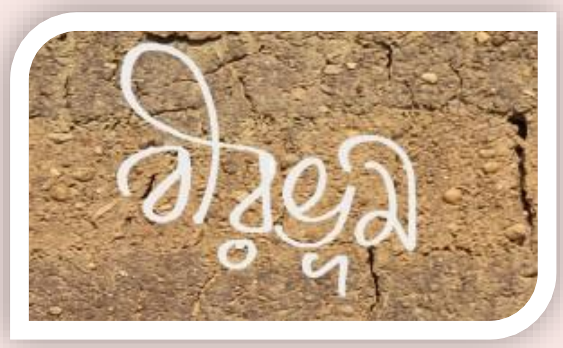
বীরভূম

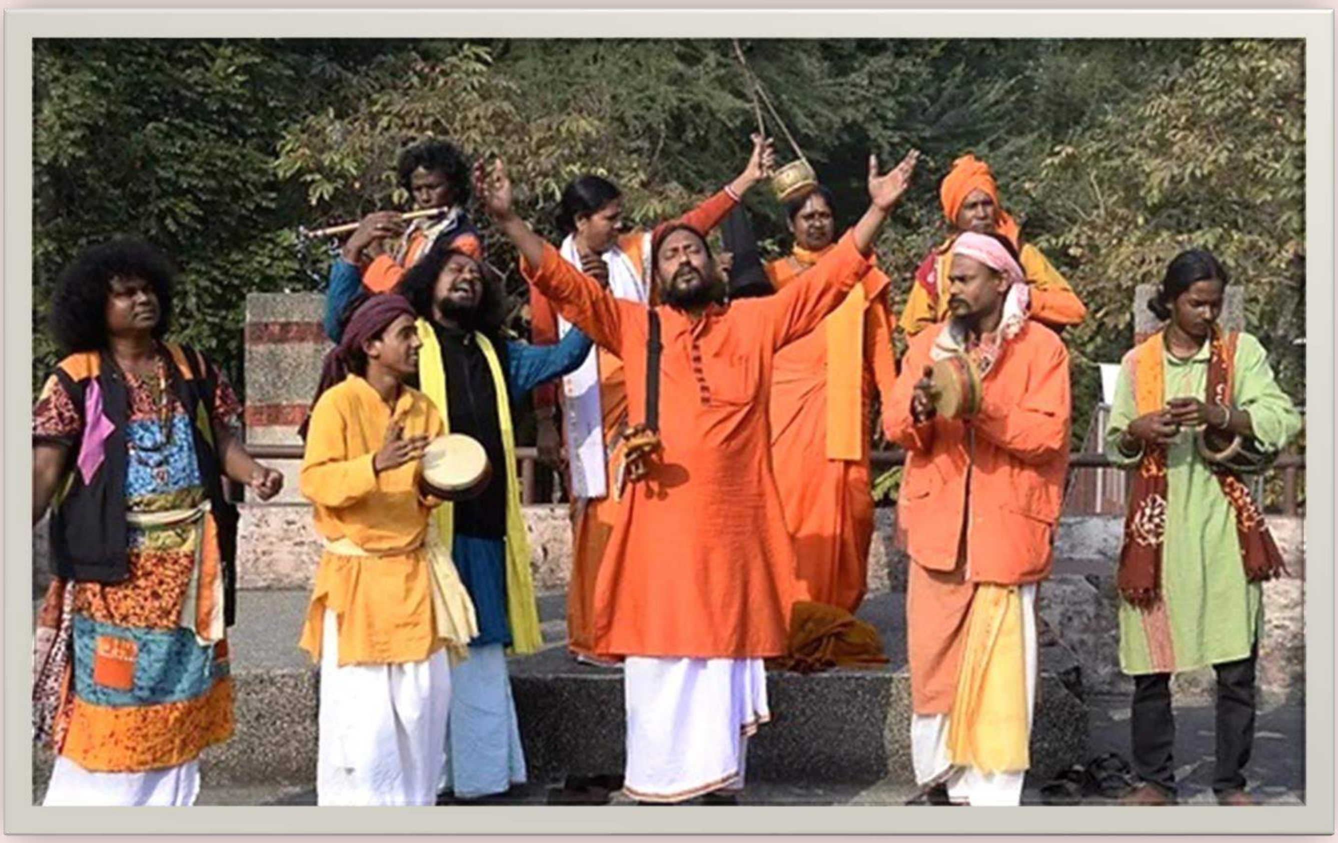

দেশ বিদেশের মানুষ যে যত ঐ বীরভূম ঘুরে

[illegible] সেটি হল বীরভূম

[illegible] সেই জেলার নাম বীরভূম

[illegible]

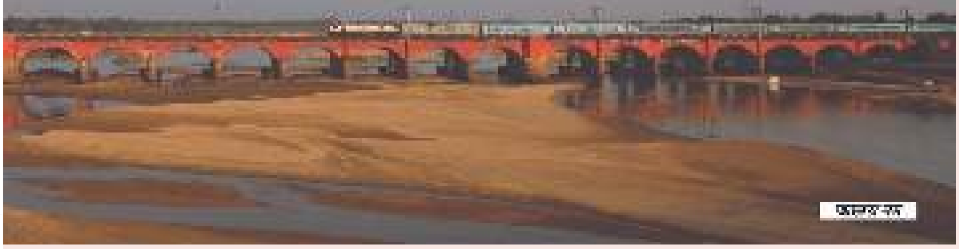

হে অতীত... কথা... কও...

পুরাণে ও মহাকাব্যে বীরভূমঃ

পৌরাণিক মতে রাজা বলির স্ত্রী সুদেষ্ণা ও ঋষি দীর্ঘতমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করে পাঁচটি পুত্র সন্তান। তারা হল— অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পৌণ্ড্র। এই পাঁচ জনের নামে পূর্ব ভারতের পাঁচটি অঞ্চলের নাম রাখা হয়। এরমধ্যে সুহ্ম ভূমি নামে পরিচিত যে ভূখণ্ড— তাই-ই আজকের বীরভূম। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক, অথর্ব সংহিতা প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে এই পঞ্চ প্রদেশের উল্লেখ আছে। মহাভারতের আদিপর্বে, পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞকালে, ভীমের পূর্ব ভারত বিজয়ে সুহ্ম প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণের অযোধ্যা পর্বে অভিমানিনী কৈকেয়ীকে দশরথ সুহ্ম প্রদান করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া বিষ্ণুপুরাণ, গরুড় পুরাণ প্রভৃতিতে সুহ্ম ভূমির উল্লেখ আছে— সুতরাং বলা যায়, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে এই জেলার এক সুদীর্ঘ যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

সুহ্ম থেকে রাঢ়ঃ

সুহ্ম ভূমি পরবর্তীকালে রাঢ়দেশ নামে পরিচিতি লাভ করে। [illegible] বজ্রভূমি নামে যে দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা এই রাঢ় দেশ। কালিদাসের [illegible] কাব্যে, হিউয়েন সাঙের বর্ণনায়, পাল রাজাদের লিপিতে, বল্লাল সেনের আমলে, আবুল ফজলের আইন ই আকবরিতে রাঢ়দেশের উল্লেখ আছে।

রাঢ় থেকে বীরভূম :

১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ সুবে বাংলাকে ১৩ টি চাকলায় বিভক্ত করেন, তারমধ্যে মুর্শিদাবাদ চাকলার অন্তর্ভুক্ত রূপে বীরভূমের নাম পাওয়া যায়। ১৭৮৭ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস বীরভূমকে মুর্শিদাবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক জেলায় অন্তর্ভুক্ত করেন। এই সময় এই ভূখণ্ডকে বীরভূম নামেই পাওয়া যায়। মনে করা হয় পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতকে কবির পুরাণে সর্বপ্রথম বীরভূম উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইলামবাজার ব্লক

রাঙামাটির পথে পথে :

বর্ধমান আর বীরভূমকে বিভাজিত করে পূর্ব পশ্চিমে বয়ে চলেছে অজয়ের ধারা। বীরভূম গঙ্গার স্পর্শ পায় নি, এই অজয়ই তাই মানুষের কাছে পুণ্যসলিলা। ১লা পৌষ সংক্রান্তিতে এর জলেতেই স্নান করার জন্য ছুটে আসে অজস্র লোক। মেলা ও জন উৎসবে ভরে অপূর্ব এক মেলাপ্রাঙ্গণ।

কবি জয়দেব, বাংলা সাহিত্যের গীত রচয়িতা একজন। বাড়ি তার এই অজয় তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রাম। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে ভক্ত বৈষ্ণব জয়দেব কাটোয়া গঙ্গা স্নান করতে যেতেন। শেষবার যেতে পারলেন না। চোখের জলে রাত কাটলো। তখনই স্বপ্নে পেলেন মা গঙ্গার প্রত্যাদেশ। মা নিজেই আসবেন অজয়ের উজানে — ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে। সেই থেকে জয়দেবের বিশ্বাস, মকর সংক্রান্তির পুণ্য তিথিতে কেন্দুবিল্বের তীরে প্রবাহিত অজয়ের জলে অবগাহন ভারতবর্ষের অন্যতম পবিত্র স্নান। আর এই স্নান যাত্রা উপলক্ষেই অজয়ের তীরে বসে ভারত বিখ্যাত বাউল মেলা, সেই সঙ্গে কীর্তনের মহামিলন।

আপনি পৌষ সংক্রান্তিতে না এলেও অন্যসময়ে পাবেন, অজয়ের কুলুকুলু সুরে বাজে একতারা, কেন্দুলির বাতাসে সারা বছর ভেসে বেড়ায় বাউলের আনন্দলহরী। অজয়ের উঁচু পাড় থেকেই চোখে পড়বে অপূর্ব শৈলীর প্রাচীন রাধাবিনোদ মন্দির। ১৬৮৩ সালে বর্ধমানের মহারানি ব্রজকিশোরী দেবী জয়দেবের জন্মভিটেতে এই মন্দির নির্মাণ করেন। আসুন, জয়দেবের স্মৃতি বিজড়িত এই তীর্থ দর্শনের সাথে জয়দেব পদ্মাবতী উপাখ্যানটি সংক্ষেপে শোনাই।

দেহি পদপল্লব মুদারম্ :

দ্বাদশ শতকের কবি জয়দেব এক যুগের সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি। পিতা ভোজদেব, মাতা বামাদেবী। গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেবের স্ত্রী পদ্মাবতী ছিলেন সে সময়ের প্রসিদ্ধ নৃত্য শিল্পী। সুকবি - গায়ক জয়দেবের 'পদ্মাবতী সমাজ' নামে একখানি গীতি নাট্যের দলও ছিল। কথিত আছে, "স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্" এই পংক্তি লিখে জয়দেব স্নানে গেলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এসে পরের লাইনটি রচনা করে দেন — "দেহি পদপল্লব মুদারম্।"

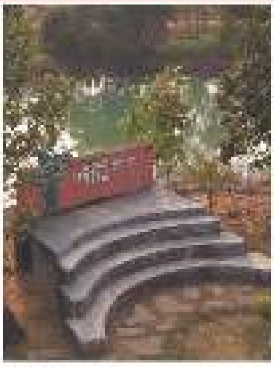

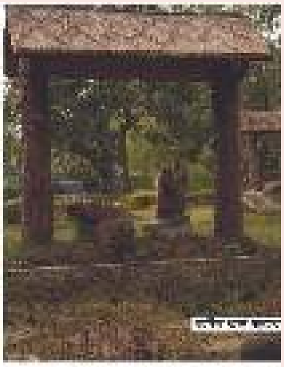

এই কেন্দুলিতেই আপনি ঘুরে দেখুন কুশেশ্বর শিব মন্দির, বাউল - বৈষ্ণব আখড়া, কদমখণ্ডী ঘাট এবং অবশ্যই শশীভূষণ সংকারের উদ্যোগে গড়া বাউল আখড়াটি। এখান থেকে গাড়ি নিয়ে জঙ্গল পথে ইলামবাজারের অরণ্যের বিস্তৃত শালবীথি অতিক্রম করে আসুন পৌষ মেলার বোলপুর শান্তিনিকেতনে।

জয়দেব- কেন্দুলি ইলামবাজার ব্লকের অন্তর্ভুক্ত। একসময় এই ইলামবাজার ছিল গালার অন্যতম প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। ইলামবাজারের পীরেশ্বর শিব মন্দির অন্যতম দর্শনীয় স্থান।

ফেরার পথে বোলপুর যাবার পথে একবার ঘুরে আসতে হবে ইলামবাজার জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত আমখই গ্রামের ফসিল পার্ক। রাজ্যের প্রথম প্রস্তরীভূত অরণ্য উদ্যান।

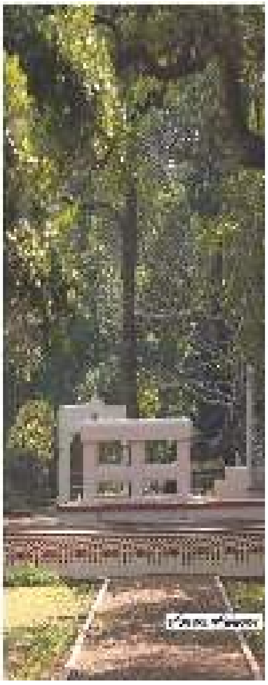

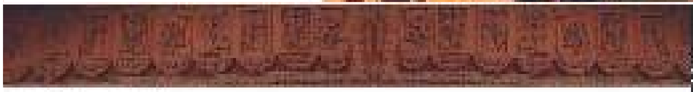

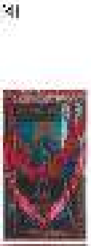

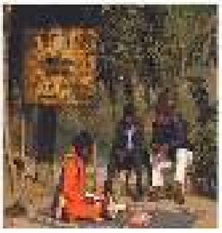

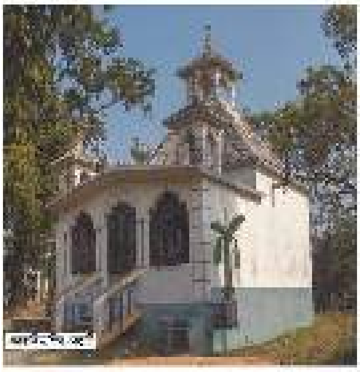

[illegible]

সত্যকে প্রকাশ করার জন্য। এই সেই পবিত্র ক্ষেত্র, যেখানে মধুক্ষরা কোমল পদ রচনা করেছিলেন চন্ডীদাস, যে পদ শুনলে ভাববিহ্বল হয়ে পড়তেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। আমাদের ভাববিহ্বলতাকে আরো গভীর করে তুলবে অনতিদূরের পুষ্করিণীতে রক্ষিত রামীর পাট বা পাটা। এ কথা কে না জানে, রামী রজকিনী পুকুর ঘাটে কাপড় কাচতো আর মাছ ধরতে বসে চন্ডীদাসের কন্ঠে রচিত হতো মানবিক প্রেমের আধারে অপার্থিব প্রেমসংগীত ---- " রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম / কাম গন্ধ নাহি তায়।

নানুর থেকে কীর্ণাহার পৌঁছাতে কুড়ি মিনিট লাগবে বড়জোর। কীর্ণাহার খুব প্রাচীন একটি জনপদ। কাছেই মিরিটি গ্রামে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বসতভিটে।

আছে মণিকর্ণিকা ঘাট যেখানে প্রণব পিতা কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাত্মাগান্ধীর চিতাভস্ম বিসর্জন করেছিলেন। দেখে আসতে পারেন জপেশ্বর শিব মন্দির।

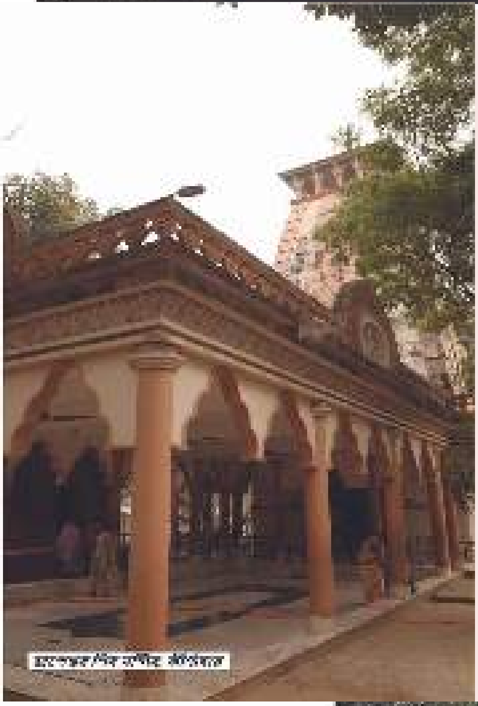

জপেশ্বর শিব মন্দির কীর্ণাহার

এখান থেকে পূর্ব বর্ধমানের নিরোলের কাছে জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে অট্টহাস মন্দির এবং আর একটু এগিয়ে সোনারুন্দি রাজবাড়ি ও কেতুগ্রামে বাহুলাক্ষী মন্দির ইচ্ছে থাকলে দেখে আসা যায়।

অট্টহাস মন্দির নিরোল

সোনারুন্দি রাজবাড়ি, কেতুগ্রাম

লাভপুর ব্লক

মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলীতে;

নানুর থেকে কীর্ণাহার হয়ে আমরা এবার পাড়ি জমাবো তারাশঙ্করের অপর সতীপীঠ লাভপুরের উদ্দেশে। পথে পড়বে মুণ্ডমালিনীতলা, এক নির্জন মনোরম আশ্রম। হাতে সময় থাকলে, মনে ইচ্ছে থাকলে টুক করে প্রণাম করে আসতে পারেন। এখান থেকে বোলপুর-বক্রেশ্বরের মিলিত স্রোতধারা (স্থানীয় নাম লাঘাটা) পার হলে ডানদিকের রেললাইন ঘেঁষে মস্ত তোরণ আপনাকে স্বাগত জানাবে। হ্যাঁ, এই পথে আর একটু গেলে ফুল্লরাতলা, তেন্নত পঞ্চসতীপীঠের অন্যতম পীঠস্থান। পুষ্করিণীতে পা ধুয়ে, বিশেষ ভৈরব কে প্রণাম জানিয়ে আপনি দর্শন করুন কূর্মাকৃতির শিলাময়ী মা ফুল্লরা কে। পীঠনির্ণয়তন্ত্র অনুযায়ী মনে করা হয়

মা ফুল্লরা, লাভপুর

এখানে সতীর ঠোঁট পড়েছিল। মন্দিরে ছায়া ঘন পরিবেশে একটু বিশ্রাম নিন, এরপরই গ্রামের ভিতর দিয়ে আমরা পৌঁছে যাবো লাভপুরের মাটির অমর কথাকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান ও তার স্মৃতি বিজড়িত ধাত্রীদেবতা দেখতে। ধাত্রীদেবতায় তারাশঙ্কর সংগ্রহশালায় দেখতে পাবেন তাঁর ব্যবহৃত নানান উপকরণ ও তাঁর স্বহস্তে নির্মিত নানান শিল্পকর্ম ও চিত্র। পাশেই পাবেন তারাশঙ্করের স্মৃতিকক্ষ।

ধাত্রীদেবতা থেকে লাভপুরের দক্ষিণ দিকে হাঁসুলী বাঁকে গেলে দেখতে পাবেন নদীর অপূর্ব বঙ্কিম গতিপথ যা ভরা বর্ষায় আদিবাসী রমণীর কণ্ঠ অলঙ্কার হাঁসুলির মতো চকচক করে ওঠে। কাছেই, গুরুকুল নাট্য আশ্রম- যেখানে কৃষ্টি ও কৃষির মিলন ভূমি রচিত হয়েছে।

হাঁসুলি বাঁক, লাভপুর

লাভপুর ব্লককে বিদায় দিয়ে এবার যাবো সাঁইথিয়া। লাভপুর থেকে ২৪ কিলোমিটার সড়ক পথ, খুব বেশি হলে এক ঘন্টা লাগবে, আমোদপুর হয়ে বর্ধমান রামপুরহাট রেল লাইনের ধার ঘেঁষে গাড়ি ছোটাবার সময় রেলের ধর্মরাজ তলায় মাথা ঠেকাতে মন্দ হয় না।

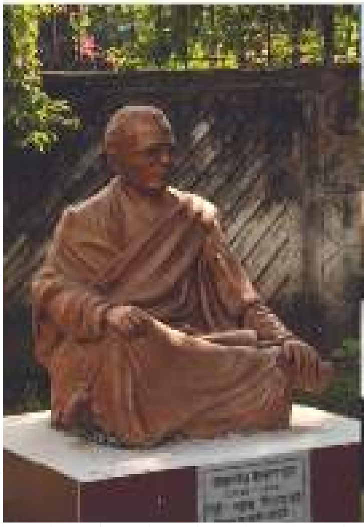

ধাত্রি দেবতা, লাভপুর

সাঁইথিয়া ব্লক

নন্দীপুরের নন্দিকেশ্বরী :

সর্পিল ভাবে বয়ে যাওয়া রেললাইনের পাশ দিয়ে গাড়ি ছুটবে সাঁইথিয়ার দিকে। এই রোডটি। B . R (বোলপুর-রামপুরহাট) রোড নামে পরিচিত। এই রাস্তা একটি তেমাথাতে এসে হারিয়ে যেতে চাইলে বুঝতে হবে আমরা সাঁইথিয়া পৌঁছে গিয়েছি।

নন্দীপুরের নন্দিকেশ্বরী সাঁইথিয়া

না না খোঁজাখুঁজির কিছু দরকার নেই। সাঁইথিয়ার প্রবেশ দ্বারেই বিরাজ করছেন মা নন্দিকেশ্বরী। সাঁইথিয়ার পূর্ব নাম ছিল নন্দীপুর, নন্দীপুরের দেবী নন্দিকেশ্বরী বা নন্দেশ্বরী সতীর একান্ন পীঠের অন্যতম পীঠ, বলা যায় আমাদের দেখা তৃতীয় পীঠ। এখানে মায়ের কন্ঠহাড় বা কন্ঠের হার পড়েছিল বলে মনে করা হয়। প্রকান্ড বটবৃক্ষের নিচে এখনও মায়ের শিলাময় রক্তবর্ণের স্তূপ পরিলক্ষিত হয়।

এই চত্বরেই আপনি দেখতে পাবেন জগন্নাথ মন্দির, হনুমান মন্দির, দশমহাবিদ্যার বিচিত্র রূপ। তারপর ধীরে ধীরে সাঁইথিয়াকে পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে পরবর্তী ব্লক ময়ূরেশ্বরে।

সাঁইথিয়া ময়ূরাক্ষী নদী বিধৌত একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। সাঁইথিয়া জংশন স্টেশনও বটে।

তবে সাঁইথিয়ার গল্প থাক। ময়ূরাক্ষী অতিক্রম করে আমরা বরং পরবর্তী ব্লক ময়ূরেশ্বরের দিকে যাত্রা শুরু করি।

ময়ূরেশ্বর ব্লক

শিব তীর্থ ময়ূরেশ্বরে,

বীরভূমে যে গ্রামের নামেই ঈশ্বর যোগ আছে, বুঝবেন সেখানেই শিব আছে। ময়ূরেশ্বর ১ এবং ২ নং ব্লকে এমন বেশ কয়েকটি সুপ্রাচীন শিব মন্দিরের দেখা মিলবে। আমরা সাঁইথিয়া থেকে ময়ূরাক্ষী তীরে বিছানো রাস্তায় ১৩ কিমি গেলে প্রথমেই পাবো শিব তীর্থ কোটাসুর।

হ্যাঁ এখানেও লোককথা আছে। সে কথা অনুসারে কোটেশ্বর নামক রাজার রাজধানী ছিল কোটাসুর, কারো মতে অসুরের কোট বা রাজধানী ছিল বলে এর নাম কোটাসুর। নাম যাই হবে হোক, এখানকার দর্শনীয় স্থান মদনেশ্বর শিব মন্দির। এই মন্দির প্রাঙ্গণে রক্ষিত একটি শিলা খণ্ড আপনার নজরে পড়বে - বলা হয় অজ্ঞাত বাসকালে ভীম এখানেই বধ করেছিলেন বকাসুরকে। একটি পাথরের বড় পাত্র নজরে পড়বে - এ হলো কুন্তীর প্রদীপ। কথিত আছে কুন্তী মন্দির লাগোয়া দেবীনদে স্নান করে এই মদনেশ্বর মহাদেব কে প্রণাম করতেন।

আমরাও মদনেশ্বর শিবকে প্রণাম করে চলে যাবো কলেশ্বর শিব মন্দিরে। কোটাসুর থেকে মাত্র ১০ কিমি কলেশ্বর গ্রাম। কথিত আছে পর্বত নামে এক ঋষি পার্বতীর তপস্যায় এ স্থানকে পবিত্র করেছিলেন। পরবর্তীতে কলেশ ঘোষ এখানে শিব সাধনা করেন, তার নামানুসারে এই শিব কলেশনাথ নামে পরিচিত হয় এবং পার্বতীপুর হয়ে ওঠে কলেশ্বর। সুবিশাল উচ্চতা বিশিষ্ট এই মন্দির সপ্তদশ শতকে ঢেকার রাজা রামজীবন রায় প্রথম নির্মাণ করেন, পরবর্তীতে মন্দিরটি ধ্বংস হতে শুরু করলে নিত্যসাধক তারকানাথ দেবশর্মার উদ্যোগে বর্তমান দেবালয়টি নির্মিত হয়।

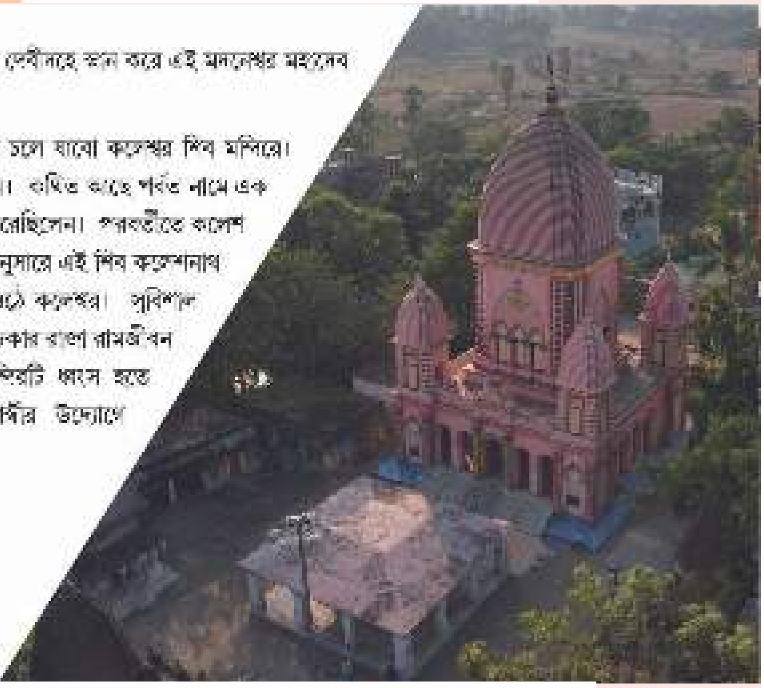

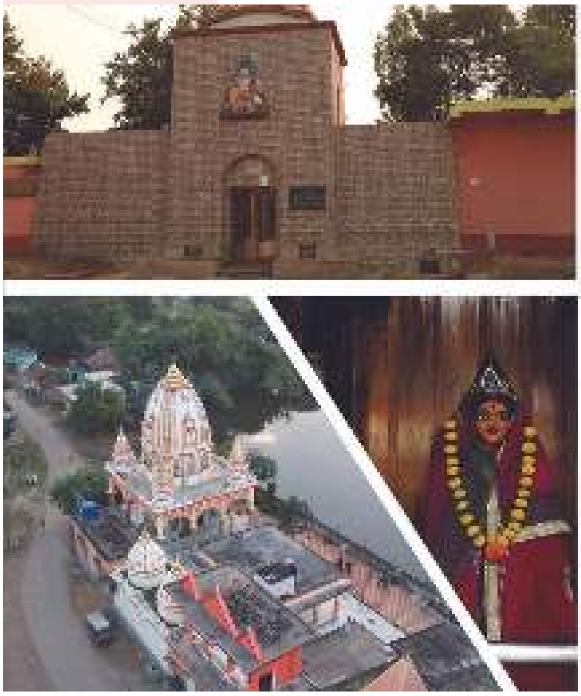

মল্লেশ্বর :

এই ময়ূরেশ্বর ১ নং ব্লকেই আছে আরো এক সুপ্রাচীন শিব ক্ষেত্র - মল্লারপুর। এই শিব কাহিনি অনেক প্রাচীন, এই শিবতীর্থের সঙ্গেও কুন্তীর পূজা যোগের লোকপ্রবাদ আছে। শোনা যায় মল্লনাথ প্রতিষ্ঠিত মল্লেশ্বরের মন্দিরটি রাজা স্বয়ং নির্মাণ করেছিলেন ১১২৪ শকাব্দে। পরবর্তীতে মন্দির চত্বরে গড়ে উঠেছে আরো ২৩ টি মন্দির। এই মন্দির প্রাঙ্গনের সুশীতল ছায়ায় সমাধি লাভ করেছিলেন সুবিখ্যাত তন্ত্র সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

মল্লারপুর থানাতেই অবস্থিত ঘোষ গ্রাম, লক্ষ্মী যেখানে অচঞ্চলা হয়ে অবস্থান করছেন। কথিত আছে দয়াল ঘোষ স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন মা লক্ষ্মী কে সেই থেকে গ্রামের নাম ঘোষ গ্রাম। এখানে লক্ষ্মী ছাড়াও রক্ষিত রাম - সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের দারুমূর্তি হাজার বছরের পুরোনো।

আমরা ঘোষ গ্রাম থেকে কয়েক কদম এগোলেই পৌঁছে যাব রামপুরহাট ব্লকের একচক্রা গ্রাম।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মৌলীক্ষা মন্দির

নলাটেশ্বরী, নলহাটি

নলহাটি ব্লক

নলহাটে নলাটেশ্বরী :

আমরা ক্রমশ ছুটছি উত্তর বীরভূমের পথে। নলহাটি ও বড় অঞ্চল তাই এখানেও দুটি ব্লক। ঐ যে তিরতিরে নদীটি কে এই মাত্র অতিক্রম করলাম ঐটি ব্রাহ্মণী নদী। আমরা নলহাটি স্টেশনকে পাশে রেখে রেল লাইন অতিক্রম করে ছোট্ট পাহাড়ি পাহাড়ের উপরে চড়লো। ঐ দেখা যায় কুমকুম চর্চিত দেবী নলাটেশ্বরী পঞ্চপীঠের অন্যতম পীঠস্থান। এখানে সতীর কণ্ঠনালি পড়েছিল, দেবী ত্রিনয়নী কালিকা রূপে পূজিতা। তন্ত্র সাধনার সিদ্ধ ভূমি নলাটেশ্বরী মন্দিরটি নির্মাণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অবং রানি রাসমণির নাম। এখান থেকে আমরা এখন দেখ ঐতিহাসিক আকালিপুর গ্রামে। আপনারা অনেকেই জানেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জালিয়াতির মিথ্যা অভিযোগে এনে রাজা নন্দ কুমারের ফাঁসি দিয়েছিলো। ওয়ারেন হেস্টিংসের কূট চক্রান্তে দেয়া সেই শাস্তিই সম্ভবত ইংরেজদের হাতে দেশের ভারতীয়র প্রথম ফাঁসি। সেই নন্দকুমারের পূজিতা গুহ্যকালী এখানকার প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণীর তীরে থিতুলা সর্পাসনা, সর্পভূষণা ভূষিতা দেবী বিগ্রহ। গুহ্যকালীর কষ্টি পাথরের মূর্তি থেকে আপনি চোখ ফেরাতে পারবেন না। কথিত আছে এই দেবী স্বয়ং জরাসন্ধ দ্বারা পূজিতা ছিলেন, মন্দিরের ব্যতিক্রমী শৈলীও দেখার মতো। এখানেই ব্রাহ্মণীর তীরে সুবিশাল বট ছায়ায় বসুন, এই নলহাটির আরেকটি ঐতিহাসিক গ্রামের কথা শোনাই। সেগ্রামের নাম বারা, মনে করা হয় মহাভারতের বারানগর থেকে বারা নামটি এসেছে আবার কারো মতে বানাসুরের নাম থেকে বারা - সে যাই হোক হোক - শশাঙ্ক থেকে পাল রাজাদের আমলের বহু প্রত্ন নিদর্শন এখন থেকে পাওয়া গিয়েছে। এ গ্রামে পীরের মাজার রয়েছে এবং হযরতের পদচিহ্ন যুক্ত শিলা পট " কদম রসুল" দেখতে পারেন।

গুহ্যকালী, আকালিপুর

মুরারই ব্লক

পাথর খাদান – বাঁশলৈ নদী পেরিয়ে বীরভূমের শেষ সীমানা :

নলহাটি থেকে আরো উত্তরে মুরারই। বীরভূমের শেষ ব্লক। মুরারই এর দুটি ব্লক। বীরভূমের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অপূর্ব নিদর্শন পাবেন এখানে– একদিকে পাথর খাদান– সামনে চলছে পাথর খোঁড়া, পাথর ভাঙার কাজ– অন্যদিকে অপূর্ব সুজলা শ্যামলা চিত্র। এখানেই বয়ে গেছে বাঁশলৈ নদী– সে নদী অতিক্রম করে কিছুটা গেলেই ঝাড়খণ্ডের পাকুড় স্টেশন। মুরারই ব্লকেই আছে পাইকরের খ্যাপাকালী, তাঁরগ্রামে তারামার হেঁটে আসার স্মৃতি মিলবে। কিন্তু আর এগিয়ে লাভ কি ? আমরা বরং ফিরে চলি এক্সপ্রেস ওয়ে ধরে– যাবো মহম্মদবাজার।

মহম্মদবাজার ব্লক

খড়ি মাটি:

মহম্মদবাজার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরা এক সমৃদ্ধ অঞ্চল। বিস্তৃত গণপুরের জঙ্গল আপনাকে রহস্যময় ছায়া দেবে। এখান থেকেই আপনি যেতে পারবেন মাসাঞ্জোর ড্যাম– ময়ূরাক্ষীর অপূর্ব শোভা। চারিপাশের পাহাড় আপনাকে ইশারা করে ডাকবে।

মহম্মদবাজারের ডেউচা গ্রামে ছোট্ট টিলা যোগী পাহাড় নামে পরিচিত। আপাত অযানার আড়ালে ঢাকা এই যোগীপাহাড় জৈনদের পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে মহাবীরের শিলাময় পদচিহ্ন রক্ষিত আছে। বিশ্বাস– স্বয়ং মহাবীর এখানে তপস্যা করেছিলেন।

এই ব্লক থেকে বিদায় নেবার আগে জেনে রাখুন কয়লা, খড়ি, চিনামাটি, পাথর খনির এক বৈচিত্র্যময় সমন্বয় এই ব্লককে ব্যতিক্রমী করে তুলেছে।

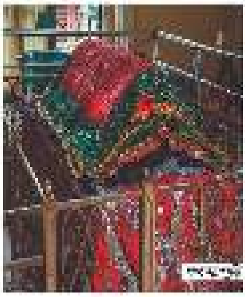

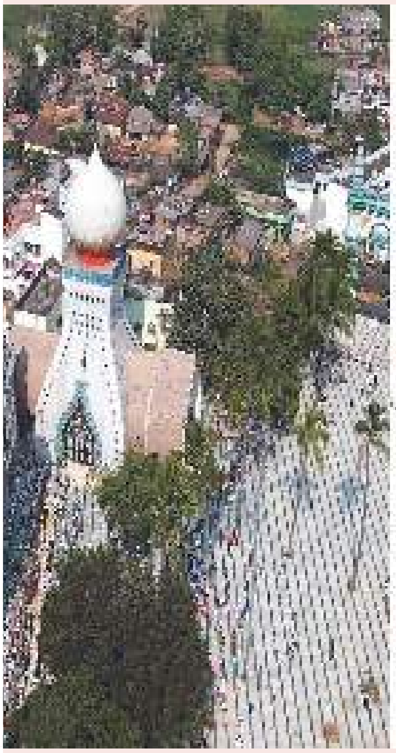

গৌরাঙ্গ মন্দির, খয়রাশোল

খয়রাশোল ব্লক

রুক্ষ মাটিতে কীর্তন ও কথা সাহিত্য

রাজনগর থেকে দূরে যে শৈলমালা চোখে পড়বে ধু ধু লালমাটির কোল ভেদ করে -- ওটা ঝাড়খন্ড। আমরা সোজা পথ না ধরে পূর্বদিকে বেঁকে সর্পিল গতিতে চলে যাচ্ছে যে পথ, সে পথ ধরেছি। গন্তব্য – খয়রাশোল

খয়রাশোল দুই বঙ্গ সাহিত্য সাধকের জন্মক্ষেত্র রূপে সারা বাংলায় সমাদৃত। এখানে নাকড়াকোন্দায় জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, রূপুসপুরে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

এখানেই আছে প্রখ্যাত বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্র ময়নাডাল। খয়রাশোল থেকে দুবরাজপুর আসার পথেই দেখে নেওয়া যাবে এখানকার গৌরাঙ্গ মন্দির। বৈষ্ণব ভক্তজনদের বিশ্বাস, কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিয়ে সপার্ষদ চৈতন্যদেব এখানেই তাল-তমাল জোড়া গাছের নিচে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এখানে নৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন কীর্তনের এক স্বতন্ত্র ঘরানা,যা মনোহরশাহী কীর্তন নামে পরিচিত। একসময় এই মন্দির কে ঘিরে বৈষ্ণবশাস্ত্র চর্চা, মৃদঙ্গ বাদ্য ও কীর্তন শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এখানে হিংলো ড্যাম প্রাকৃতিক সম্ভায় পরিপূর্ণ।

মামা ভাগ্নে পাহাড়, দুবরাজপুর

দুবরাজপুর ব্লক

মামাভাগ্নের কোলে :

আমাদের বীরভূম পর্যটনের প্রেক্ষাপটে শেষে হিংলো পেরিয়ে পথ এসে মেশেছে দুবরাজপুরের মামা ভাগ্নের কোলে। যাত্রাপথ মাত্র ১৩ কিলোমিটার।

মামা ভাগ্নে পাহাড় নিয়ে নানান লোককাহিনি প্রচলিত। মনে করা হয় উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু ও অষ্টাবক্র মুনি যারা সম্পর্কে মামাভাগ্নে, তারা দুটি শিলায় বসে শাস্ত্র আলোচনা করতেন বলে পাহাড়টির নাম মামাভাগ্নে পাহাড়। উচ্চতায় খুব ছোট হলেও এটিই বীরভূমের একমাত্র পাহাড় বলা যায়। আর প্রাচীনত্বেও পাহাড়টির গুরুত্ব অপরিসীম। পাহাড়ের কোলে পাহাড়েশ্বরের মন্দির।

উল্লেখিত অষ্টাবক্র মুনি বা মহামুনি বক্রেশ্বরের সাধন ক্ষেত্র বক্রেশ্বর ধাম এই দুবরাজপুর ব্লকেই অবস্থিত। এই পাহাড় থেকে দূরত্ব মাত্র ১৪ কিমি। এখানে বক্রেশ্বর শিব দর্শনের সঙ্গে মনে রাখতে হবে বক্রেশ্বর অন্যতম সতীপীঠ। এখানে মা সতীর ভ্রু মধ্য বা মন পড়েছিল বলে মনে করা হয়।

পাহাড়েশ্বর শিব মন্দির, দুবরাজপুর ব্লক

বক্রেশ্বর ধাম, বক্রেশ্বর

বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণে অবগাহন করে আমরা আরো একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখবো– হেতমপুর রাজবাড়ি, দুবরাজপুরের একেবারে কাছেই। এই হেতমপুর একসময় বীরভূমের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল। এখানেই আছে রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তীর সুবিখ্যাত রঞ্জন প্যালেস। জড়িয়ে আছে হাতেম খাঁয়ের ইতিহাস। কাছেই আছে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, তার কাছেই আছে নীলনির্জনের অপরূপ প্রাকৃতিক বাহার।

সময় বয়ে গেছে অনেক।

পথ ও ঘুরেছে পথিকের নেশায়। এখান থেকে আর কয়েক কিলোমিটার দূরে ইলামবাজার, সেই কেন্দুবিল্ব, সেই অজয়...
বীরভূম বিদায় জানাতে জানালো, লাল রুক্ষমাটির কাছে কান পাতুন, সে বলবে- আবার এসো, বারবার এসো।

হেতমপুর রাজবাড়ি, হেতমপুর

নীল নির্জন, বক্রেশ্বর

বীরভূমের শিল্প সম্ভাবনা

কেন বীরভূম শিল্পের স্থাপনের জন্য একটি আদর্শ গন্তব্যঃ- বীরভূম জেলা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান বিভাগের উত্তর কোণে অবস্থিত৷ প্রাথমিকভাবে বীরভূম একটি কৃষিভিত্তিক জেলা যার ৭৫% জনসংখ্যা জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল৷ জেলার প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে রয়েছে কৃষিভিত্তিক শিল্প যেমন রাইস মিল, ব্রান অয়েল মিল, তৈলবীজ মিল, পাথর খনি, বস্ত্র, তুলা, সিল্ক এবং তসর বয়ন, ধাতব পাত্র, মৃৎশিল্প, কাঁথা স্টিচ এবং হস্তশিল্প তৈরি৷ বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি জেলার একমাত্র ভারী শিল্প৷

বীরভূম রেল ও রাস্তা দ্বারা ভালভাবে সংযুক্ত৷ ন্যাশনাল হাইওয়ে (NH-60) দক্ষিণের ইলামবাজার থেকে উত্তরে মোরেগ্রাম পর্যন্ত গেছে, প্রায় জেলাটিকে পূর্ব অংশ এবং পশ্চিম অংশে বিভক্ত করেছে৷ রেলওয়ে পূর্ব রেলওয়ের অধীনে বীরভূমের সমস্ত প্রধান শহর এবং ব্যবসায়িক বৃদ্ধি কেন্দ্রকে সংযুক্ত করে যার মধ্যে ৫ নম্বর রেল রেক সাইডিং রয়েছে৷ পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল বিমানবন্দর ৭০ কিলোমিটারের মধ্যে৷ জেলা সদর থেকে৷

জেলার পূর্বাংশ উর্বর পলিমাটি চাষের জমি এবং এই অংশে প্রচুর কৃষি ফসল ও শাকসবজির চাষ হচ্ছে৷ পশ্চিম অংশ যা ছোটনাগপুর মালভূমির সম্প্রসারণ গ্রানাইট এবং চিনা মাটির জমার জন্য বিখ্যাত৷ এই অংশে অনেক পাথর কোয়ারি ও ক্রাশার রয়েছে৷ এছাড়াও বীরভূমের পশ্চিম অংশে কয়লা মজুত রয়েছে এবং বীরভূমের মোঃ বাজার ব্লকের অধীনে দেউচা-পাঞ্চামীতে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লা ব্লক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে৷

বীরভূমের শিল্প ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ যথেষ্ট, WBSEDCL প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে৷ বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশনের সংখ্যা ৩৭ টি এবং বিদ্যমান গ্রিড সাবস্টেশন ৬ নম্বর৷ এবং ২ টি নতুন গ্রিড সাবস্টেশন (প্রতিটি ১৩২ কেভি) নির্মাণাধীন৷

বীরভূম জুড়ে বেশ কয়েকটি নদী বয়ে গেছে৷ অজয়, ময়ূরাক্ষী, কোপাই, বক্রেশ্বর, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, হিংলো এবং বাঁশলোই উল্লেখযোগ্য৷ ময়ূরাক্ষী প্রায় ২৪২৮ বর্গ কিলোমিটারের জন্য সেচের ব্যবস্থা করে এবং জেলায় বেশ কয়েকটি বাঁধ/ব্যারেজ অবস্থিত- তিলপাড়া ব্যারেজ, দেউচা বাঁধ, বক্রেশ্বর বাঁধ, হিংলো বাঁধ৷

শিল্প পণ্যের বাজারের জন্য বীরভূমের একটি স্থানীয় সুবিধা রয়েছে৷ বীরভূমের পশ্চিম সীমান্তে ঝাড়খণ্ডের জামতারা, দুমকা, পাকুড় জেলা এবং পূর্ব সীমান্ত বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ৷

বিগত দশ বছরে বিভিন্ন সেক্টরে MSMEs- কৃষিভিত্তিক এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, খনিজ সিমেন্ট কংক্রিট ভিত্তিক, ধাতু ভিত্তিক, প্লাস্টিক শিল্প, চামড়াজাত পণ্য এবং হস্তশিল্প স্থাপন করা হয়েছে জেলায় আনুমানিক বিনিয়োগ রুপি৷ ৬০০০ কোটি এবং ২ লক্ষ৷ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে৷

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে যে বীরভূম হল শিল্প উদ্যোগ এবং বিনিয়গে নতুন গন্তব্য৷

বীরভূমের শিল্পের বর্তমান পরিস্থিতিঃ-

কৃষি ভিত্তিক শিল্পগুলি জেলার MSME-এর প্রধান অংশে অবদান রাখে৷ সাম্প্রতিক সরকারী নীতি উদ্যোক্তাদের নতুন আধুনিক রাইস মিল, রাইস ব্র্যান অয়েল মিল, ফ্লাওয়ার মিল, আধুনিক আটা মিল এবং সরিষার তেল মিল স্থাপনে প্রভাবিত করেছে৷ জেলায় মোট ৮৫ টি রাইস মিল স্থাপন করা হয়েছে এবং আনুমানিক মোট মিলিং ক্ষমতা ১৪.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন প্রতি বছর৷ রাইস মিল ছাড়াও ৩ নং. রাইস ব্রান অয়েল মিলের আনুমানিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫ লক্ষ মেট্রিক টন প্রতি বছর৷ আধুনিক আটা মিল, ময়দা মিলগুলিও কৃষিভিত্তিক শিল্পের উল্লেখযোগ্য অংশ ভাগ করে নেয়৷ আছে. জেলায় মোট ১২ টি আধুনিক আটা মিল, ময়দা মিল এবং মোট বার্ষিক মিলিং ক্ষমতা ১.২০ লক্ষ মেট্রিক টন৷ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী বাজারের উপর নির্ভর করে বেশ কয়েকটি সরিষার তেল মিল কাজ করছে৷ সরিষার তেল মিলের সংখ্যা ১৪ টি এবং আনুমানিক মোট বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন৷ জেলায় মোট ১৭ টি কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা হয়েছে যার স্টোরেজ ক্ষমতা ২.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন৷

পোল্ট্রি ফিড উৎপাদন ইউনিটগুলি জেলার গুরুত্বপূর্ণ কৃষিভিত্তিক শিল্প। এই ধরনের ইউনিট – এর সংখ্যা ০৩ টি এগুলি ইলামবাজার, হেতমপুর এবং আহমেদপুরে স্থাপিত। যার মোট আনুমানিক উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক 50 হাজার মেট্রিক টন।

ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে বীরভূমের সবচেয়ে মৌলিক শিল্প হল পাথর চূর্ণ শিল্প। জেলার পশ্চিম অংশে পাথরের খনির কাছে পাথর ক্রাশিং ইউনিটের ক্লাস্টার অবস্থিত।

মোঃ বাজার ব্লক এলাকায় চায়না মাটির প্রাচুর্য রয়েছে। যদিও চায়না ক্লে এর মান ভালো না, তবুও কিছু চায়না ক্লে ওয়াশারী প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। প্যাটেলনগর মিনারেল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড এবং আই.আর.এস প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাইভেট লিমিটেড এক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফ্লাই অ্যাশকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে, 25 টি. ফ্লাই অ্যাশের ইট, পেভার ব্লক তৈরির ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে অনেকগুলো স্থাপন করা হবে।

ফ্লাই অ্যাশ ইট ছাড়াও, ৮ টি হিউম পাইপস এবং আরসিসি পোল উৎপাদন ইউনিটগুলি জেলায় কাজ করছে এবং রাজ্যে (KMDA এবং KEIP) চাহিদার ৭৫% সরবরাহ করছে।

প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন ইউনিটগুলি MSME-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং এর সংখ্যা হল ১২টি। এই ইউনিট গুলিতে টারপলিন, প্যাকেজিং উপকরণ, জলের ট্যাঙ্ক, সেচের পাইপ ইত্যাদি পণ্য তৈরি হয়। প্লাস্টিক শিল্পগুলি প্রধানত বোলপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এবং দুবরাজপুর, রামপুরহাটে অবস্থিত।

জেলায় বেশ কয়েকটি কাঠ চেরাই মিল, ব্রিকস ফিল্ড, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফেব্রিকেশন ইউনিট, কেমিক্যাল প্রসেসিং ইউনিট, অটো-মোবাইল মেরামত এবং সার্ভিসিং ইউনিট রয়েছে।

জেলার তাঁত শিল্প এলাকা ২৪টি তাঁত সমিতি এবং ২টি হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার নিয়ে গঠিত। জেলা সোসাইটিগুলিতে বিপণন সহায়তা প্রসারিত করার জন্য প্রশাসন তারাপীঠে সিল্ক মার্কেটিং হাবের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সিল্ক ফাইবার রিলিং এর জন্য MGNREGA-এর অধীনে নলহাটি-২ ব্লকের তিথিডাঙ্গায় একটি কমন প্রোডাকশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে।

প্রধান MSMES:-

- কৃষিভিত্তিক: রাইস মিল, রাইস ব্র্যান অয়েল, সরিষার তেল মিল, ফ্লাওয়ার মিল ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি: পাফড রাইস, স্ন্যাকস এবং মিষ্টান্ন, পাস্তা, চাওমিন, আইসক্রিম/আইস ক্যান্ডি।
- পোল্ট্রি ফিড।
- খনিজ ভিত্তিক: ব্ল্যাক স্টোন ক্রাশার, চায়না ক্লে ওয়াশারী এবং গ্রাইন্ড।
- কাঠ ভিত্তিক: কাঠের করাত কল, কাঠের আসবাবপত্র।
- প্লাস্টিক: পিইটি বোতল, গৃহস্থালীর উপযোগী জিনিসপত্র, টেপলাইন, টিকিউ ফিল্ম, জলের ট্যাঙ্ক ইত্যাদি।
- টেক্সটাইল: হ্যান্ডলুম (তুলা, সিল্ক, তসর), গার্মেন্টস মেটালার্জিক্যাল: পাত্র ব্রাস এবং বেল মেটাল।
- ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফ্যাব্রিকেশন: গেট, গ্রিল, স্টিল ফার্নিচার।
- কংক্রিট ভিত্তিক: আরসিসি খুঁটি, হিউম পাইপ, সিমেন্ট কংক্রিট ব্লক ইত্যাদি।
- ফ্লাই অ্যাশ পণ্য: ফ্লাই অ্যাশ ব্রিক, পেভার ব্লক।

জেলার এম.এস.এম.ই ক্লাস্টারগুলি হল :- 1) শান্তিনিকেতন চামড়াজাত পণ্য ক্লাস্টার (বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লক) 2) ব্রাস এবং বেল মেটাল ক্লাস্টার টিকরবেতা (ইলামবাজার ব্লক), 3) দুবরাজপুরে গেট গ্রিল ক্লাস্টার (দুবরাজপুর ব্লক), 4) বাঁশ কারুশিল্প খয়েরবনী (ইলামবাজার ব্লক), 5) অমরপুরে তৈরি গার্মেন্টস ক্লাস্টার (সাঁইথিয়া ব্লক), 6) সজিনা (সিউরি- II ব্লক) এ মৃৎ শিলপা ক্লাস্টার, 7) আদিত্যপুরে মৃৎ শিল্প ক্লাস্টার (বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লক), 8) হজরতপুরে কাঠের কাজের ক্লাস্টার (খয়রাসোল ব্লক), 9) মুরালপুরে কাঠের আসবাবপত্র ক্লাস্টার (মোঃ বাজার ব্লক), 10) হাটজানবাজারে পোশাক তৈরি ক্লাস্টার (সিউড়ি-২ ব্লক), 11) আহমেদপুর পোশাক তৈরি ক্লাস্টার (সাঁইথিয়া ব্লক), 12) রেডিমেড গার্মেন্টস ক্লাস্টার (ইলামবাজার ব্লক), 13) বোলপুর কাঁথাস্টিচ ক্লাস্টার (বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লক)।

হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার:- 1) আবাডাঙ্গা হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার (লাবপুর ব্লক), 2) তেঁতুলিয়া হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার (রামপুরহাট-২ ব্লক), **KVIB ক্লাস্টার:-** 1) মোঃ বাজার শাল লিফ ক্লাস্টার (মোঃ বাজার ব্লক), 2) কুলিয়া কাঁথা স্টিচ ক্লাস্টার (নানুর ব্লক), 3) খেশ প্রকল্প, বকুল (লাভপুর ব্লক), 4) মসলিন প্রকল্প, অমাইপুর (সিউড়ী-১ ব্লক)।

CFC building of Santiniketan Leather Cluster

CFC building of Tikarbeta Brass Metal Cluster

শিল্প পার্ক:-

➤ এই জেলার লায়েক বাজারে সিয়ান হাসপাতালের কাছে একটি শিল্প পার্ক রয়েছে WBSIDCL দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

Bolpur Industrial Park

Tarpaulin manufacturing unit at Industrial park

বোলপুর-শ্রীনিকেতনের শিবপুর মৌজায় বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার হস্তশিল্পের জন্য ডব্লিউ.বি.এস.আই.ডি.সি.এল. দ্বারা বিকশিত (মোট ৫০ একর এলাকা):- প্রধান উপাদানগুলি হল: ৫০ টি উদ্যোক্তা হাব রয়েছে এবং ৩০ টি বিপণন হাব রয়েছে।

Biswa Khudra Bazar

কলা ফাইবার পণ্য – বর্জ্য থেকে সম্পদ: লাভপুর কলা ফাইবার প্রোডাক্টস REH ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, একটি নিবন্ধিত গ্রামীণ উদ্যোক্তা হাব যা MSME প্রোগ্রামের অধীনে লাভপুর ব্লকের পূর্ব কাদিপুর মৌজায় অবস্থিত, কলার কাণ্ড থেকে কলা ফাইবার পণ্য তৈরিতে নিযুক্ত যা বর্জ্য পদার্থ হিসাবে ফেলে দেওয়া হয়।

প্রক্রিয়াটির মধ্যে রয়েছে কলার কাণ্ড থেকে ফাইবার নিষ্কাশন, সুতা তৈরি, বুনন, সেলাই ইত্যাদি। পণ্যের মধ্যে হস্তনির্মিত কারুশিল্পের জিনিস থেকে ম্যাট এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে।

ফাইবার আহরণের পর, কলার কাণ্ডের অবশিষ্টাংশ ভার্মি-কম্পোস্টিংয়ের মাধ্যমে জৈব সারে রূপান্তরিত হয়।

Fibre extraction from banana stem

Weaving & Stitching of fibre yarn

CFC of the project under SFURTI

Banana fibre products

বীরভূমের হস্তশিল্পঃ- বীরভূমের হস্তশিল্পগুলি খুব জনপ্রিয় এবং বাজারে উচ্চ চাহিদা রয়েছে। বিপুল সংখ্যক কারিগর সরাসরি বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পের সামগ্রীতে নিযুক্ত রয়েছে। কিছু কারিগর প্রধানত মহিলারা হস্তশিল্পের সামগ্রী তৈরির সাথে জড়িত। বীরভূমের কাঁথা সেলাই এবং চামড়ার হস্তশিল্পের সামগ্রী সমগ্র ভারতে এবং বিদেশের গ্রাহকদের কাছে একটি বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করে। হস্তশিল্প খাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বীরভূমে, এমন অনেক গ্রাম রয়েছে, যেখানে প্রধান গ্রামীণ মহিলারা কাঁথা সেলাইয়ের কাজে জড়িত। এটি শুধুমাত্র একটি জাতির অর্থনীতির ক্ষেত্রেই নয়, এর একটি উচ্চ সামাজিক মূল্যবোধ রয়েছে। কারিগরদের যদি কিছু আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সহায়তা দেওয়া হয়, তাহলে তা ভারতীয় অর্থনীতিতে সুবর্ণ সাফল্য বয়ে আনবে।

বীরভূমের প্রধান হস্তশিল্প পণ্য:-

1. কাঁথা সেলাই।
2. বাটিক প্রিন্ট।
3. চামড়ার পণ্য।
4. ডোকরা পুথি মালা।
5. সোলা ক্রাফট।
6. পিতল এবং বেল ধাতু।
7. পাটের কারুশিল্প।
8. খেজুরের মূল এবং বীজের অলঙ্কার।
9. অলঙ্কার, ম্যাক্রোম, পিতল, ইত্যাদি
10. কাঠের তৈরি আসবাবপত্র।
11. বেত ও বাঁশের পণ্য।
12. পেইন্টিং-পটচিত্র, সারা, দেয়াল চিত্র ইত্যাদি।
13. ছবি, ধান খড়ের মূর্তি।
14. তেরকোটা, ক্লে মডেলিং।

বিশ্ববাংলা হাট, শান্তিনিকেতন:-

বিশ্ববাংলা হাট, শান্তিনিকেতন রাজ্যের পাশাপাশি দেশের হস্তশিল্প ও তাঁত কারিগরদের বিপণন সহায়তা প্রদানের জন্য "শহুরে হাট" প্রকল্পের অধীনে 3.72 একর পরিমাপের জমিতে স্থাপন করা হয়েছে।

বিশ্ববাংলা হাট, শান্তিনিকেতন 18 অক্টোবর, 2014 থেকে কাজ করছে এবং রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে ক্রমান্বয়ে হস্তশিল্প এবং তাঁত কারিগরদের অংশগ্রহণের জন্য সারা বছর সেখানে মেলার আয়োজন করা হয়।

বীরভূম জেলার আধিকারিক ও কর্মী বৃন্দের পরিচিতি

নাম	পদ
জনাব ফায়েজুল হক	সভাধিপতি, বীরভূম জেলা পরিষদ
শ্রী বিধান রায়	জেলা শাসক, বীরভূম
শ্রী কৌশিক সিনহা	অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত), বীরভূম
শ্রীমতি সুচেতনা দাস	জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, বীরভূম
শ্রী প্রশান্ত সাধু	সভাপতি, সাঁইথিয়া
শ্রী সুজন কুমার পাণ্ডে	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সাঁইথিয়া
কাজী মহম্মদ হানিফ	সভাপতি, বোলপুর-শ্রীনিকেতন
শ্রী সত্যজিৎ বিশ্বাস	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বোলপুর-শ্রীনিকেতন
শ্রীমতি সুদীপ্তা সাহা হালদার	সভাপতি, ইলামবাজার
শ্রী অনির্বাণ মজুমদার	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, ইলামবাজার
শ্রী বুদ্ধদেব হেমব্রম	সভাপতি, দুবরাজপুর
শ্রী রাজা আদক	সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, দুবরাজপুর
শ্রী রত্নজিৎ দাস	উপ-জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, বীরভূম
শ্রী সোমেন চক্রবর্তী	পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক (প্রধান কার্যালয়), বীরভূম
শ্রীমতী পৌলমী রায়	সহকারী জেলা প্রশিক্ষণ সঞ্চালক
শ্রী সুবোধ কুমার পাল	প্রশিক্ষণ সঞ্চালক
সেখ আমিনুল ইসলাম	প্রশিক্ষণ সঞ্চালক
শ্রী কল্যাণ কুমার দে	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
শ্রী জনার্দন মন্ডল	লোক শিক্ষা সহায়াক
মুজিবুর রহমান	লোক শিক্ষা সহায়াক
কাজী মিন্না	লোক শিক্ষা সহায়াক
শ্রীমতি ছবিরানী সাহা	প্রধান, কঙ্কালীতলা, বীরভূম
শ্রী সত্যম ভট্টাচার্য	নির্বাহী সহায়ক, কঙ্কালীতলা, বীরভূম
শ্রী ফাল্গুনি হেমব্রম	সচিব, কঙ্কালীতলা, বীরভূম
শ্রী কৃষ্ণেন্দু মন্ডল	সহায়ক, কঙ্কালীতলা, বীরভূম
শ্রী রাজদীপ চৌধুরী	সহায়ক, কঙ্কালীতলা, বীরভূম
আরিনা খাতুন	প্রধান, রূপপুর, বীরভূম
শ্রী রাজকুমার মাঝি	নির্বাহী সহায়ক, রূপপুর, বীরভূম
শ্রীমতি সোনম অধিকারী	নির্মাণ সহায়ক, রূপপুর, বীরভূম
শ্রী আশিস কোঁড়া	সহায়ক, রূপপুর, বীরভূম
শ্রীমতি পূর্ণিমা হাওলাদার	প্রধান, ইলামবাজার, বীরভূম
শ্রী গোপীকারঞ্জন পাল	নির্বাহী সহায়ক, ইলামবাজার, বীরভূম
শ্রী দেবাশিস সাহা	নির্মাণ সহায়ক, ইলামবাজার, বীরভূম
সেখ মহসিন মণ্ডল	সহায়ক, ইলামবাজার, বীরভূম
শ্রীমতি রাধিকারঞ্জন পাল	সহায়ক, ইলামবাজার, বীরভূম
শ্রীমতি টুম্পা বাউরি	প্রধান, হেতমপুর, বীরভূম
শ্রী সুদীপ ব্যানার্জি	নির্বাহী সহায়ক, হেতমপুর, বীরভূম
শ্রী মিলন মাহাতা	নির্মাণ সহায়ক, হেতমপুর, বীরভূম
শ্রী কল্লোল দাস	সহায়ক, হেতমপুর, বীরভূম
জাকির হোসেন	সহায়ক, হেতমপুর, বীরভূম
শ্রীমতি সন্ধ্যা মাল	প্রধান, শ্রীনিধিপুর, বীরভূম
শ্রী নিতাই চন্দ্র মণ্ডল	নির্বাহী সহায়ক, শ্রীনিধিপুর, বীরভূম
শ্রী শ্রীচরন ঘোষ	নির্মাণ সহায়ক, শ্রীনিধিপুর, বীরভূম
ইলিগা বেগম	সচিব, শ্রীনিধিপুর, বীরভূম
শ্রী বাবলু হাজরা	সহায়ক, শ্রীনিধিপুর, বীরভূম
শ্রী জয়ন্ত সাহা	সহায়ক, শ্রীনিধিপুর, বীরভূম

গ্রাম পাঞ্চায়েতের প্রধান/উপ-প্রধান/সদস্যদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ – ২০২৪-২০২৫

সারা দেশজুড়ে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ণের জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিরন্তর কাজ করে চলেছে। আমাদের রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিও অত্যন্ত নিপুনতার সঙ্গে ঐ কাজ করে চলেছে৷ জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতি বছর গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরী করে। গত দুবছর ধরে পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা করা হচ্ছে "বিষয়ভিত্তিক" যাতে গ্রামীণ এলাকার সব ধরণের উন্নয়ন ঠিকভাবে করা যায়৷

মূলত নয়টি বিষয় হল –

Poverty Free Village

(১) দারিদ্রমুক্ত ও উন্নততর জীবন জীবিকা সম্পন্ন গ্রাম৷

Healthy Village

(২) সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন গ্রাম৷

Child Friendly Village

(৩) শিশু বান্ধব গ্রাম৷

Water sufficient Village

(৪) পর্যাপ্ত জল সম্পন্ন গ্রাম৷

Clean and Green Village

(৫) নির্মল ও সবুজ সম্পন্ন গ্রাম৷

Village with Self-Sufficient Infrastructure

(৬) স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম৷

Socially Secured Village

(৭) সামাজিক ভাবে সুরক্ষিত ও ন্যায় সম্পন্ন গ্রাম৷

Village with Good Governance

(৮) সুশাসন সম্পন্ন গ্রাম৷

Women Friendly Village

(৯) নারী বান্ধব গ্রাম৷

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামের সকলের মতামত ও চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে এই নয়টি বিষয় ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করে৷ গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ অর্থাৎ প্রধান, উপপ্রধান, সাঞ্চালক ও সাধারণ সদস্যগণ এই পরিকল্পনা রচনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এবং নেতৃত্ব দেন৷ তাঁরা যাতে ঐ কাজ সফল ভাবে করতে পারেন,তার জন্য জেলাস্তর ও ব্লক স্তরে নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়৷ তার ফলে তাঁরা কাজগুলি সফল ভাবে করতে পারেন৷ কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো কখনো সবক্ষেত্রে সমানভাবে কাঙ্খিত সাফল্য আসে না৷ সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় অন্য জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি কিভাবে সফলতার সঙ্গে কাজগুলি করছে তা সরজমিনে দেখা ও বোঝা, যাতে সফলতার প্রকৌশল গুলি শেখা যায়৷ সেই উদ্দেশ্যে এক জেলার জনপ্রতিনিধিদের অন্য জেলায় শিক্ষা মূলক ভ্রমণ করার উদ্দ্যোগ নেওয়া হয়েছে৷

শিক্ষা মূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যঃ

গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লেখযোগ্য কাজগুলির বিশেষত বিষয় ভিত্তিক কাজগুলি হাতেকলমে দেখার সুযোগ বৃদ্ধি এবং পরবর্তীতে উক্ত কাজগুলি নিজ নিজ গ্রাম পঞ্চায়েতে রূপায়ণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্বনির্ভর দল। সঙ্ঘ সমবায় ইত্যাদির যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও রূপায়ণের কৌশল পরিদর্শনের মাধ্যমে জানা বোঝা এবং ফিরে গিয়ে সেগুলি নিজ নিজ গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থাপনায় ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় যুক্ত করা এবং রূপায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বীরভূম জেলায় আগত কুচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হাওড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার প্রধান, উপপ্রধান, সঞ্চালক ও সদস্যগণ কে জেলা পঞ্চায়েত প্রশিক্ষন ও সম্পদ কেন্দ্র মহঃ বাজারে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বীরভূম জেলা প্রশাসনের পক্ষে মাননীয়া জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক মহাশয়ার উদ্যোগে সম্মানীয় অতিথিগণের থাকা-খাওয়া ও গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শনে যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, তার জন্য অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিন দিনে এই জেলার পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত যথা, সাঁইথিয়া ব্লকে শ্রীনিধিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকের কঙ্কালীতলা ও রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, ইলামবাজার ব্লকের ইলামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এবং দুবরাজপুর ব্লকের হেতমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শন করবেন। আশা করা যায় তাঁরা ঐ সকল গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি ভ্রমণ করে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করবেন এবং একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও মত বিনিময় করতে পারবেন।

সুশাসন সম্পন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত - শ্রীনিধিপুর

সুশাসন সম্পন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত -এর বৈশিষ্ট্য হলো- যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সর্বাধিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সঠিক ও যথাযথ পরিকল্পনা রচনা করে এবং সেগুলি সঠিক ভাবে রূপায়ন করে। এলাকার দরিদ্র ও দুর্বল পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য যেসব সরকারী প্রকল্প রয়েছে তা সঠিকভাবে রূপায়নের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এলাকার মানুষের জন্য যেসব পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তা দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সঙ্গে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ঐ সকল কাজ করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে উপযুক্ত পরিকাঠামো আছে এবং সময়োপযোগী প্রযুক্তির ব্যবহার করে।

বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া ব্লকের শ্রীনিধিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত ভবনটি বেশ সুন্দর ও সাজানো-গোছানো। প্রধানসহ সব কর্মচারীদের নির্দিষ্ট কক্ষ আছে। কোন কর্মচারী কি কি পরিষেবা প্রদানের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত নির্দিষ্ট করে লেখা আছে। সব ধরনের সভা নিয়মকানুন মেনে যথাযথভাবে করা হয়। পরিকল্পনা রচনায় গ্রামের মানুষের মতামকে গুরুত্ব দেয়। গ্রামের নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মানুষের অভাব- অভিযোগ ইত্যাদি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে।

নির্মল ও সবুজ সম্পন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত - কঙ্কালীতলা

মাটির সৃষ্টি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একটি স্বপ্নের প্রকল্প যেখানে বিভিন্ন দপ্তরের তহবিল থেকে একত্রিত অবকাঠামো তৈরি করা হয়, সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে। একই দৃষ্টিভঙ্গি রাখা কঙ্কালিতলা মাটির সৃষ্টি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। কঙ্কালিতলা যেমন বিখ্যাত সতীপীঠ, এটি সারা বছর ধরে পর্যটকদের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান পায়। এই মাটির সৃষ্টি প্রকল্পটি জীববৈচিত্র্য পার্ক ও কৃষি হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে পর্যটন কেন্দ্র। পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে কিছু আকর্ষণীয় পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। যাতে সমস্ত মানের পর্যটকদের আকৃষ্ট করা যায় তার জন্য ব্লক ও জেলা প্রশাসন পর্যটন বান্ধব আরও কিছু প্রকল্প হাতে নিতে আগ্রহী।

1. **জমি / বিভাগ:-** এই মাটির সৃষ্টি বোলপুর শ্রীনিকেতন পঞ্চায়েত সমিতি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। জমি সরকারের।
2. **অবস্থান:-** এটি কঙ্কালিতলা মন্দিরের ঠিক পিছনে অবস্থিত। এটি প্রান্তিক রেল স্টেশন থেকে 4.00 কি.মি, বোলপুর রেল স্টেশন থেকে 9.00 কিমি এবং বোলপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে 9.00 কিমি -এর দূরত্বে অবস্থিত।
3. **স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ:-** প্রকল্পটি একটি সমবায় দ্বারা পরিচালিত হবে যার মধ্যে 70 সংখ্যক SHG সদস্য রয়েছে।
4. **পুনরাবৃত্ত খরচ:-** একটি নামমাত্র ফি প্রতি পর্যটক Rs. 10/- নেওয়া হয় পুনরাবৃত্ত খরচ মেটানোর জন্য যেমন পরিষ্কার করা, ঝাড়ু দেওয়া, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি। পুরো জিনিসগুলি 70 সংখ্যক SHG সদস্যদের দ্বারা গঠিত ও SHG কো-অপারটিভ দ্বারা পরিচালিত হবে।
5. **কারিগরি অনুমান:-** অনুমানিক 60 লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাচাইকৃত।

যে সকল স্কিম ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে:-

i. একটি সুন্দর অর্কিড গ্যালারি তৈরি করা হয়েছে MGNREGS তহবিল থেকে, যার রঙিন ফুল অবশ্যই পর্যটকদের আকর্ষণ করবে।
ii. MGNREGS থেকে একটি পুকুর খনন করা হয়েছে যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে সৌন্দর্যায়নের কাজ করা হবে।
iii. হর্টিকালচার দপ্তরের প্রদত্ত তহবিল থেকে আঙ্গুরের চাষ করা হচ্ছে।
iv. G.P এর নিজস্ব তহবিল থেকে একটি ফুলের বাগান তৈরি করা হয়েছে।
v. উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের তহবিল থেকে স্ট্রবেরি চাষ করা হচ্ছে।
vi. MGNREGS ফান্ড থেকে জারবেরা ফুল চাষ ও প্রদর্শনী শুরু হয়েছে শেড নেট -এর ভেতরে।
vii. MGNREGS থেকে কলা, কাঁঠাল ও আমের বাগান শুরু করা হয়েছে।
viii. ইন্টার-কর্প হিসাবে সরষের জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা হচ্ছে যাতে স্টেকহোল্ডার SHG সদস্যদের জন্য কিছু তহবিল মজুত করা যায়।

নারীবান্ধব গ্রাম পঞ্চায়েত- রূপপুর

বীরভূম জেলার বোলপুর শ্রীনিকেতন পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নারীবান্ধব পঞ্চায়েত হিসেবে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রতিস্থাপক রূপে নারী ও কন্যা শিশুর ক্ষমতায়ণ এবং সমূহ আনুকূল্য মূলক পরিষেবা ও পরিমন্ডল রচনায় বিগত দিনে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে তা নিম্নরূপঃ-

প্রথমতঃ রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা নির্মিত 'আমার আপন' কক্ষে স্বনির্ভর দলের মহিলারা তাদের নিজেদের উৎপাদিত বিভিন্ন হস্তশিল্পের সন্ধ্যার বিক্রয় করে চলেছে।

দ্বিতীয়তঃ বিনুরিয়া সুমিত্র বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমস্ত ছাত্রীদের খেলার জন্য একটি বাস্কেট খেলার গ্রাউন্ড তৈরি করা হয়েছে এবং তাদের ড্রেস সরবরাহ করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েত স্বনির্ভর দলের মহিলাদের দিয়ে এলাকার বিভিন্ন মহিলাদের জীবন নির্ধারণের জন্য কাঁথা স্টিচ, ডোকরা, লেদার ইত্যাদি বিষয়ের ট্রেনিং প্রদান করেছে।

চতুর্থতঃ গ্রাম পঞ্চায়েত হতে স্বনির্ভর দলের মহিলাদের দ্বারা বিভিন্ন স্কুলের পোশাক তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি সুবিশাল কক্ষ তৈরী করে দেওয়া হয়েছে যেখানে টেলারিং মেশিন দ্বারা মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে লেদার ট্রেনিং এবং টেলারিং এর কাজ শেখানো হয়।

পঞ্চমতঃ রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাহাদুরপুর গ্রামে ময়ূরাক্ষী প্রধান ক্যানেলের পার্শ্বস্থিত স্থানে মাটির সৃষ্টি প্রোজেক্টে স্বনির্ভর দল কর্তৃক বিভিন্ন ফলের গাছ হতে উৎপাদিত ফল বাজারে বিক্রয় করে মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়া বা আয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রজেক্টটির দীর্ঘস্থায়ী সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গৃহিত হয়েছে কিন্তু বর্তমানে MGNREGS প্রকল্প স্থগিত হওয়ায় কিয়দংশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে বলেই বিবেচ্য।

নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহে ও সদ্ব্যবহার এবং গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়নে মডেল গ্রাম পঞ্চায়েত- ইলামবাজার

বীরভূম জেলার ইলামবাজার ব্লকের প্রায় 18 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে অবস্থান ইলামবাজার পঞ্চায়েতের. 2011 সমীক্ষা অনুযায়ী 27 টি সংসদের 38 টি গ্রামে 7635 টি পরিবারে বসবাস করে 32142 জন মানুষ, এর মধ্যে 3 টি গ্রামে প্রায় 1042 টি পরিবার পিছিয়ে পড়া পরিবারের মধ্যে অন্তর্গত. এই গ্রাম পঞ্চায়েতে শিক্ষার হার প্রায় 82.5% যার মধ্যে পুরুষের শিক্ষার হার প্রায় 83 % আর মহিলার শিক্ষার হার 82%. গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে কলেজ, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান,স্কুল, অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান.

বিগত বছরগুলিতে কাজের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত কেন্দ্রীয় সরকার (DDUPSP), রাজ্য সরকার (OWN FUND) ও জেলা প্রশাসন (GPDP) থেকে পুরস্কৃত হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য--যার মধ্যে অন্যতম হলো নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি ও তার সঠিক ব্যবহার।

নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধির জন্য গৃহীত উদ্যোগ–

A)-বাড়ি ও সংলগ্ন জমি থেকে গৃহীত কর (TAX)- সঠিকভাবে কর নির্ধারণের জন্য প্রথমে 5A (Self Declaration form) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়. তারপরে সকল তথ্য 6 No Form পূরণ করা হয়. এই তথ্য গ্রাম সংসদ সভা ও গ্রাম সভায় প্রকাশ করার পর 9(1) No Form এর মাধ্যমে আগামী বছরের জন্য Tax Assessment করা হয়ে থাকে. প্রতিবছর অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী বাড়ি বাড়ি Tax Collection ছাড়াও বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় কর আদায় শিবির (Special Tax Collection Camp) এর মাধ্যমে যাতে সব Tax Collection করা সম্ভব হয়.

B) অকর(Non Tax)- By Law অনুযায়ী Non Tax Assessment করা হয়ে থাকে প্রতিবছর যেমন বিল্ডিং পারমিশন রেজিস্টার, ট্রেড লাইসেন্স রেজিস্টার (online) ও অন্যান্য সংগ্রহের রেজিস্টার।

C) অন্যান্য কর(Others)- সরকারি জায়গায় স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধি ও তা Lease দ্বারা গৃহীত আয়- I) Community Toilet, Market Complex, Canteen,Waiting Room, Office Hall for Use of Seminar II) Banner in Lamppost, Hording ও অন্যান্য.

নিজস্ব তহবিল থেকে স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধি ও ব্যবহারে গৃহীত উদ্যোগ-

Asset's creation and maintenance for 2017-18 to 2023-2024	Expenditure Amount (Rs)
New Tube well & Tube well Repairing	47,53,000
Pipe Line Water Supply	24,27,000
Drain system development	21,35,000
PCC Road	30,38,000
Model ICDS Centre-Sishu Aloy	7,50,000
Construction of Community Toilet	10,00,000
Construction of Waiting Shed	6,00,000
Panchayat Building Extension	10,00,000
Canteen near Fossil Park	2,50,000
Solar Light	25,00,000
Permanent Market Shed	12,00,000
Ambulance Services	5,00,000
Up Gradation of S.S.K	5,00,000
Children Park	5,00,000

নিজস্ব তহবিলের ব্যবহারে স্থায়ী সম্পদের কিছু কাজ:-

(A) ট্যুরিস্টদের ব্যবহারের জন্য Aamkhoi Fossil Park -এ নির্মিত শৌচাগার :- সকলেই জানেন Aamkhoi Fossil Park ইলামবাজার জঙ্গলে অবস্থিত. এই পার্ক দেখার জন্য প্রতিদিন বাইরে থেকে অনেক লোক আসেন. তাই তাদের ব্যবহারের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত এই শৌচাগারটি তৈরি করেছে প্রায় 4 লক্ষ টাকা ব্যয় করে তার নিজস্ব তহবিল থেকে। এই শৌচাগার তৈরির ফলে পরিবেশের স্বচ্ছতা বজায় থাকবে, তেমনি বাইরে থেকে আগত ব্যক্তিদের পরিষেবা প্রদান করে গ্রাম পঞ্চায়েত।

(B) পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষের জীবিকা ধারণের জন্য তৈরি ক্যান্টিন :- Aamkhoi Fossil Park ইলামবাজার জঙ্গলে অবস্থিত. এই পার্কে দেখার জন্য প্রতিদিন বাইরে থেকে লোক আসেন। এই জঙ্গলের মধ্যে বসবাস করে পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষ, তাদের জীবিকার জন্য ও বাইরে থেকে আগত মানুষের সহায়তার জন্য 2,50,000 টাকা ব্যয়ে করে গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি করেছে স্থায়ী পরিকাঠামো –ক্যান্টিন। এই ক্যান্টিনের সামগ্রী বিক্রি করে আজ পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষরা তাদের জীবিকা নির্ধারণ করছেন।

(C) শিশু মনোযোগী স্কুল তৈরি করা যার নাম- শিশু আলয় (Model ICDS Centre) :- 5 নম্বর সংসদে গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি করেছে এই মডেল আই.সি.ডি.এস সেন্টার শিশু আলয়। প্রায় 5 লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি করেছে এই মডেল আই.সি.ডি.এস সেন্টার যার নাম শিশু আলয়। এই শিশু আলয়ে প্রায় 50 জন শিশু এবং 30 জন মহিলা উপকৃত হন। পরিকাঠামোগত কারণে প্রায় প্রতিটি শিশুই প্রতিদিন স্কুলে আসতে ভালোবাসে।

(D) সকলের ব্যবহারের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা (Water ATM) :- ইলামবাজার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দূরদূরান্ত থেকে আগত বাস-যাত্রী ও পথচারীদের জন্য নিজস্ব তহবিল হইতে আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৫ টাকা প্রতি লিটার মূল্যে ঠান্ডা পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে একদিকে নিত্য যাত্রীদের স্বল্পমূল্যে পরিশ্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা গেছে একই সঙ্গে পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধির পথ সুগম হয়েছে।

(E) স্থায়ী মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি :- ইলামবাজার চৌমাথা এলাকায় বহুদিন ধরেই চলে কাঁচা সবজির মার্কেট কিন্তু এই মার্কেটটি রাস্তার ধারে বসার ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের ক্ষেত্রেই খুব সমস্যা হত। গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নিজস্ব জায়গায় 12 লক্ষ টাকা নিজস্ব তহবিল ব্যয় করে তৈরি করেছে স্থায়ী মার্কেট কমপ্লেক্স। এই মার্কেট কমপ্লেক্সটি পেয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই উপকৃত।

(F) পঞ্চায়েতে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থাপনা :- 2009-10 সালে প্রাপ্ত এই অ্যাম্বুলেন্সকে পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের কাজে ব্যবহার করার জন্য প্রতিবছর প্রায় 1 লাখ টাকা ব্যয় করে থাকে গ্রাম পঞ্চায়েত তার নিজস্ব তহবিল থেকে। এই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে যে মানুষগুলো খুব অসুবিধায় পড়েন তাদের সহায়তা করার জন্য, দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানোর জন্যে। পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষের জন্য বিনামূল্যে এই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে। অ্যাম্বুলেন্স পরিচালনার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত একজন ড্রাইভার রেখেছে।

(G) এলাকার শিশুদের জন্য তৈরি হয়েছে চিলড্রেন পার্ক :- গ্রাম পঞ্চায়েত তার নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি ও এলাকার শিশুদের মনরঞ্জনের জন্য তৈরি করেছে চিলড্রেন পার্ক। প্রায় 5 লক্ষ টাকা দিয়ে নিজস্ব তহবিল ও অন্যান্য তহবিল থেকে তৈরি করেছে এই চিলড্রেন পার্ক। চিলড্রেন পার্কে গ্রাম পঞ্চায়েত দুজন কর্মী নিয়োগ করেছেন যার মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল যেমন বৃদ্ধি পাবে সেরকম সেই দুজন কর্মচারীর জীবিকা সংস্থান হয়েছে এবং এলাকার শিশুরা বিনোদন পাবে চিলড্রেন পার্ক থেকে।

নিজস্ব তহবিল ব্যবহারের স্বচ্ছতা ও মানুষের চাহিদার জন্য- গ্রাম সভা :- প্রতিবছর গ্রাম পঞ্চায়েত নিজস্ব তহবিল ব্যবহার করে থাকে তা জনগণের কাছে তুলে ধরে এবং জনগণের যা প্রয়োজন বা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য সঠিক রুপায়ন করার জন্য নিজস্ব তহবিলের থেকে কি কি করা যেতে পারে তার সঠিক আলোচনা করে থাকে এই গ্রাম সভায়. এর ফলেই গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল প্রতি বছর বৃদ্ধি পায় এবং তার সঠিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এই পঞ্চায়েতে।

গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ রচনা ও রূপায়নের কয়েকটি ছবি

পি.এল.সি - হেতমপুর

গোকরুল নিউট্রিশনাল গার্ডেন - জৈব চাষের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের দিকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

ভূমিকা:- জৈব চাষ হল একটি কৃষি ব্যবস্থা যা জৈব সার বা জৈব উৎসের সার ব্যবহার করে। হেতমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোকরুল গ্রামে দুবরাজপুর পঞ্চায়েত সমিতি দ্বারা টেকসই উন্নয়ন, শুধুমাত্র জৈবসার বা সারের উপর ভিত্তি করে কৃষি কার্যক্রম লালন করা এবং হেতমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গ্রামের কৃষকদের মধ্যে এটি প্রচার করার জন্য এই ধরনের একটি সামগ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

কেন জৈব চাষ? :-

অর্থনৈতিক:- জৈব চাষে, শস্য রোপণের জন্য কোনও ব্যয়বহুল সার, কীটনাশক বা HYV বীজের প্রয়োজন হয় না। তাই বাড়তি কোনো খরচ নেই।

বিনিয়োগে ভালো রিটার্ন:- সস্তা এবং স্থানীয় ইনপুট ব্যবহারের মাধ্যমে একজন কৃষক বিনিয়োগে ভালো আয় করতে পারেন।

উচ্চ চাহিদা-: ভারতে এবং সারা বিশ্বে জৈব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, যা রপ্তানির মাধ্যমে বেশি আয় হয়।

পুষ্টিকর:- রাসায়নিক এবং সার-ব্যবহৃত পণ্যের তুলনায়, জৈব পণ্যগুলি আরও পুষ্টিকর, সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।

পরিবেশ-বান্ধব:- জৈব পণ্যের চাষ রাসায়নিক এবং সার মুক্ত, তাই এটি পরিবেশের ক্ষতি করে না।

অবস্থান:- রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, জেলা-বীরভূম, ব্লক-দুবরাজপুর, গ্রাম পঞ্চায়েত-হেতমপুর, গ্রাম-গোকরুল, জেএল। নং 121, প্লট নং 3310, প্রকল্প এলাকা (সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এবং প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট সহ) - 33.30 একর (এপিএক্স)।

স্থানীয় সুবিধা: একটি দুষ্প্রাপ্য জনবহুল এলাকায় ন্যস্ত জমির একটি বড় অংশ। এলাকা থেকে পর্যাপ্তভাবে বিচ্ছিন্ন, এইভাবে SLWM-এর উপজাতগুলির প্রভাব কমিয়ে দেয় জনবহুল উপর প্রকল্প কম পরিবেশগত প্রভাব।

উদ্দেশ্য:- (১) এই প্রকল্পের প্রাথমিক ফোকাস জৈব কৃষি বাস্তবায়ন, কৃষি-অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থানীয় কৃষক ও কারিগরদের অবস্থা এবং শিশুদের সাশ্রয়ী মূল্যের পুষ্টির মূল্য প্রদান। (২) হেতমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গ্রামগুলি থেকে জৈব-অপচনযোগ্য বর্জ্য পণ্যগুলি জমা করে এবং জৈবসার তৈরির মাধ্যমে পরিবেশগত অবক্ষয় রোধ করা। (৩) জৈব-জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদিত মৌসুমি শাকসবজি সরবরাহের মাধ্যমে মধ্যাহ্নভোজন গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের পুষ্টির মান বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। (৪) এটিকে বিভিন্ন সরকারের পরিকল্পিত রূপান্তরের সত্যিকারের মডেল হিসাবে প্রচার করা।

এ পর্যন্ত সংঘটিত কার্যক্রম বা পরিকল্পনা:-

i. সাইটে সংগৃহীত বায়ো-ডিগ্রেডেবল বর্জ্য ব্যবহার করে জৈব সার তৈরি করা।
ii. সাইটে উৎপাদিত জৈব সার সরবরাহ করে স্থানীয় কৃষকদের জৈব চাষে উৎসাহিত করা।
iii. "পুষ্টিবাগান", একটি পুষ্টি খামার বা বাগান ইতিমধ্যে প্রকল্প সাইটে রূপ নিয়েছে। বিশুদ্ধভাবে জৈব পদ্ধতিতে মাশরুম, মৌসুমি সবজি ও ফল চাষ করা হচ্ছে।
iv. নতুন মিড-ডে মিল নির্দেশিকা অতিরিক্ত খাদ্য পণ্যের সাথে শিক্ষার্থীদের পুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধির উপর ফোকাস করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, মাশরুম, মৌসুমি শাকসবজি এবং ফল যা "পুষ্টি বাগানে" চাষ করা হয় তা সাশ্রয়ী মূল্যে অতিরিক্ত পুষ্টি উপাদান হিসাবে বিদ্যালয়গুলিতে সরবরাহ করা হয়।
v. স্থানীয় কারিগরদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং রেশম চাষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য, গোকরুলে রেশম চাষের উন্নয়নে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

vi. হেতমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি দুবরাজপুর পৌরসভা এলাকায় স্থানীয় বাজারের চাহিদা মেটাতে মৎস্য চাষের উন্নয়নের জন্য তিনটি পুকুরের জায়গাটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

vii. MGNREGS প্রকল্প থেকে আম বাগানের একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

viii. মেডিসিনাল বোর্ডের সহায়তায় প্রকল্পের জায়গায় "ব্রামহি" এর একটি ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

ix. দই, মিষ্টির মতো দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন স্বল্প পরিসরে শুরু হয়েছে।

x. ভার্মি-কম্পোস্ট সবেমাত্র স্থানীয় বাজারে বিক্রি শুরু হয়েছে।

xi. স্থাপিত বায়োগ্যাস ইউনিট কাজ শুরু করেছে, ফলে সেখানে উৎপাদিত গ্যাস এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত সদস্যদের রান্নার কাজে ব্যবহার করা হয়।

xii. প্রায় 20 ধরনের ধান চাষ (পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয়) ইতিমধ্যেই হয়েছে।

শীঘ্রই সংঘটিত কার্যক্রম:-

- পুকুর পাড়ে হাঁস ও হাঁস-মুরগির উন্নয়ন এবং পর্যাপ্ত ডিম উৎপাদন যাতে তারা স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং AWC এর চাহিদা মেটাতে পারে। নির্দিষ্ট স্থান পছন্দের কারন হল মুরগির রেচন দ্রব্যের উচ্চ পুষ্টিকর মান যা মাছের প্রিয় খাদ্য।
- স্থানীয় বাজারে সরবরাহের জন্য ছাগল পালনের উন্নয়ন।

অপারেশনাল দিক:-

স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা এই প্রকল্প এলাকার মধ্যে প্রতিটি কার্যকলাপে নিবিড়ভাবে জড়িত। তারা ইউনিটের তদারকিও করেন। তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যরাও তাদের দৈনন্দিন কাজের ব্যবস্থাপনায় নিবিড়ভাবে জড়িত থাকতে সাহায্য করে। এটি পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা বজায় রাখে এবং নারীর ক্ষমতায়নকেও উৎসাহিত করে।

উপসংহার:-

যদিও গোকরুল নিউট্রিশনাল গার্ডেন শুধুমাত্র জৈব চাষের উপর ভিত্তি করে শাকসবজি এবং ফল উৎপাদন দিয়ে শুরু হয়েছিল, এটি এখন দুগ্ধজাত পণ্য, রেশম চাষ, মাশরুম উৎপাদন, মৎস্য চাষ, ধান চাষ (পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয়) সফলভাবে চলছে। যেহেতু বাগানটি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এবং প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের প্রকল্প এলাকার মধ্যে রয়েছে, তাই মোট প্রকল্প এলাকাটি স্থানীয় SHG সদস্যদের পরিবারকে সহায়তা করার জন্য টেকসই আয়ের উৎস তৈরির জন্য একটি সত্যিকারের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। গত দুই বছর ধরে, এটি শুধুমাত্র কাছাকাছি গ্রামের কৃষি পদ্ধতির উন্নতিতে সাহায্য করছে না বরং স্থানীয় জনসংখ্যার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপরও ভালো প্রভাব ফেলছে।

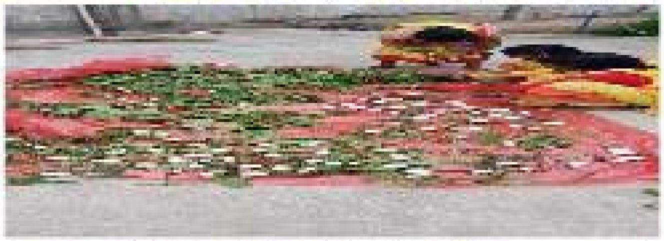

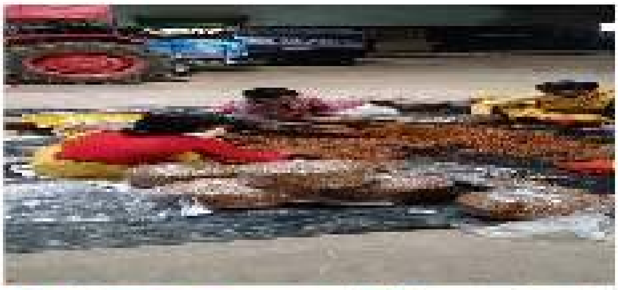

উপসংহার

সাহিত্য, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতার এই পবিত্রভূমি বীরভূম জেলায় শিক্ষা মূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আগত ছয়টি জেলা কুচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রধান সঞ্চালক ও সদস্যগণকে সাদরে স্বাগত জানাই। উক্ত ভ্রমণ কর্মসূচিকে সুষ্ঠুভাবে পরিদর্শন ও বোধগম্য করে তোলার জন্য শ্রীনিধিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও সাঁইথিয়া ব্লক প্রশাসন রূপপুর ও কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লক প্রশাসন ইলামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ইলামবাজার ব্লক প্রশাসন হেতমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং দুবরাজপুর ব্লক প্রশাসনকে এবং সামগ্রিকভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ বীরভূমকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সর্বোপরি মাননীয় জেলাশাসক মহোদয়কে কৃতজ্ঞতা জানাই তার সম্পূর্ণ সহযোগিতার জন্য। আশা করি এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত জনপ্রতিনিধিদের নিজ নিজ গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থাপনায় ও উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

কৌশিক সিনহা
অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত),
বীরভূম।

সামগ্রিক পর্যালোচনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন

শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য বীরভূম জেলাকে নির্বাচন করার জন্য বীরভূম জেলার জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক হিসেবে আমি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ দূর দূরান্তের ছয়টি জেলার সম্মানীয় জনপ্রতিনিধিরা আমাদের জেলায় আসছেন বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ঘুরে দেখতে। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই এইজন্য যে তাঁরাও তাঁদের জেলার জনপ্রতিনিধিদের এই জেলায় পাঠিয়েছেন। যারা এসেছেন তারা সকলেই আমাদের অতিথি। তাদের আপ্যায়ন, থাকা-খাওয়া ও গ্রাম পঞ্চায়েত ভ্রমণে যথাযথ ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই কাজে স্টারপার্ড সহ সকল সহকর্মীরা আমাকে আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্লক প্রশাসনের ভূমিকাও যথেষ্ট ভালো এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিও সদর্থক ভূমিকা পালন করতে আগ্রহী। বীরভূম জেলার মাননীয় জেলাশাসক মহাশয়, এই ধরনের শিক্ষামূলক ভ্রমণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন এবং তিনি সমস্ত রকম ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রয়োজনে সব ধরনের প্রশাসনিক সহযোগিতা দেওয়া হবে। অতিরিক্ত জেলাশাসক (পঞ্চায়েত) মহাশয় সমস্ত রকম প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনসহ অন্যান্য সব কাজে পথনির্দেশ দিয়ে আমাদের দায়িত্ব আরো সহজ করেছেন। এই জন্য মাননীয় জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসক (পঞ্চায়েত) মহোদয়ের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আর কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য বীরভূম জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাই। ছয়টি জেলা কুচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হাওড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে আগত সম্মানীয় প্রধান, উপ-প্রধান, সঞ্চালক ও সদস্যগণকে স্বাগত জানাই। তিন দিনের এই ভ্রমণসূচিতে পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত ঘুরে দেখানো হবে। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম ইত্যাদি দেখে নিশ্চয়ই তাঁদের ভালো লাগবে বলে আশা রাখি। এই কর্মসূচি সফল করতে তাঁদেরও সহযোগিতা একান্ত ভাবে কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে,
সুচেতনা দাস
জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক
বীরভূম।